সূরা আহ্ক্বা-ফ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৫
রুকূ ঃ ৪

পারা ২৬

① حٰمٓ ② تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ③ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ

১। হা-মী — ম্ । ২। তান্‌যীলুল্ কিতা-বি মিনাল্লা-হিল্ 'আযীযিল্ হাকীম্। ৩। মা-খলাক্বনাস্ সামা-ওয়া-তি অল্

(১) হা মীম, (২) এ কিতাব পরাক্রামশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) আমি যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি

الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ

আর্‌দ্বোয়া অমা- বাইনাহুমা ~ ইল্লা-বিল্ হাক্বি ক্বি অআজ্বালিম্ মুছাম্মান্ অল্লাযীনা কাফারূ 'আম্মা ~

আসমানসমূহ ও যমীনকে এবং মধ্যকার সবকিছু হেকমতের সাথে নির্দিষ্ট কালের জন্য ।আর যারা কাফের তাদেরকে এ বিষয়ে

اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ④ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا

উন্‌যিরূ মু'রিদূন্। ৪। ক্বুল্ আরয়াইতুম্ মা- তাদ্'ঊনা মিন্ দূনিল্লা-হি আরূনী মা-যা-

সতর্ক করা হলে তা হতে তারা বিমুখ হয়ে থাকে। (৪) আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান কর তাদের ব্যাপারে

خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ

খলাক্বূ মিনাল্ আর্‌দ্বি আম্ লাহুম্ শিরকুন্ ফিস্ সামা-ওয়া-ত্; ঈতূনী বিকিতা-বিম্ মিন্

ভেবে দেখেছ কি? তারা কি যমীনে কিছু সৃষ্টি করেছে, আর না আকাশে তাদের কোন অংশ আছে? আমার নিকট তোমরা হাযির

قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ⑤ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا

ক্বাবলি হা-যা ~ আও আছা-রাতিম্ মিন্ 'ইল্‌মিন্ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৫। অমান্ আদ্বোয়াল্লু মিম্মাই ইয়াদ্'ঊ

কর,তোমাদের নিকট পূর্বের কোন কিতাব বা জ্ঞানের নিদর্শন থেকে থাকলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) তার চাইতে বেশি

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۞

মিন্ দূনিল্লা-হি মাল্ লা-ইয়াস্‌তাজীবু লাহূ ~ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি অহুম্ 'আন্ দু'আ — য়িহিম্ গাফিলূন্।

বিভ্রান্ত আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাকে ডাকে,কেয়ামত পর্যন্ত তা সাড়া দেবে না? তাদের দোয়া সম্পর্কে এরা বেখবর।

⑥ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ⑦ وَاِذَا تُتْلٰى

৬। অ ইযা-হুশিরান্না-সু কা-নূ লাহুম্ আ'দা — য়াঁও অকা-নূ বি'ইবা-দাতিহিম্ কা-ফিরীন্। ৭। অ ইযা-তুত্‌লা-

(৬) আর মানুষের হাশর হলে ওইগুলোই তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদতও অস্বীকার করবে। (৭) আর যখন

আয়াত-৪ ঃ অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে রাসূল, আপনি কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা যে সকল দেব-দেবী ও প্রস্তর-মূর্তির পূজা করছে, তাদেরকে কি তারা কখনও দেখেছে? আপনি কাফেরদেরকে আরও জিজ্ঞাসা করুন তাদের অলীক উপাস্যরা দুনিয়ায় কি সৃষ্টি করেছে এবং আকাশে তাদের আধিপত্যের কোন নিদর্শন আছে কি? অথবা আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের উপাস্যদের সম্বন্ধে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে কোন প্রমাণ কিংবা জ্ঞান ও যুক্তির কোন নিদর্শন থাকলে, তা আমাকে দেখাও। বলা বাহুল্য অবিশ্বাসী মুশরিকরা এতদ্‌সম্বন্ধে কোনই যুক্তি বা প্রমাণ দেখাতে পারবে না।

عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তুনা- বাইয়ি-না-তিন্ ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লিল্হাক্ক্বি লাম্মা-জ্বা — য়াহুম্ হা-যা-সিহ্রুম্ মুবীন্।
তাদেরকে আয়াত শ্রবণ করানো হয়, যখন তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় তখন এ কাফেররা বলে, এটা প্রকাশ্য যাদু।

٨ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۗ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۗ

৮। আম্ ইয়াক্বূ লূনাফ্তার-হু; ক্বু-ল্ ইনিফ্ তারইতুহূ ফালা- তাম্লিকূনা লী মিনাল্লা-হি শাইয়া-;
(৮) বা তারা কি এরূপ বলে, সে রচনা করেছে। বলুন, আমি রচনা করলে তোমরা আমাকে আল্লাহ হতে বাঁচাতে

هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۗ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ

হুওয়া আ'লামু বিমা-তুফীদ্বূনা ফীহ্; কাফা-বিহী শাহীদাম্ বাইনী অ-বাইনাকুম্; অহুওয়াল্ গফূরুর
পারবে না, তোমাদের বক্তব্য তিনি জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনিই যথেষ্ট সাক্ষী আর তিনি পরম ক্ষমাশীল,

الرَّحِيْمُ ٩ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا

রহীম্। ৯। ক্বু-ল্ মা-কুন্তু বিদ্আ'ম্ মিনার্ রুসুলি অমা ~ আদ্রী মা-ইয়ুফ্'আলু বী অলা-
পরম দয়ালু। (৯) আপনি তাদের বলে দিন, আমি তো কোন নতুন রাসূল নই, আমার ও তোমাদের ভবিষ্যৎ আমি জানি না,

بِكُمْ ۗ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ١٠ قُلْ اَرَءَيْتُمْ

বিকুম্; ইন্ আত্তাবি'উ ইল্লা-মা-ইয়ূহা ~ ইলাইয়্যা অমা ~ আনা ইল্লা-নাযীরুম্ মুবীন্ । ১০। ক্বু-ল্ আরয়াইতুম্
প্রত্যাদেশ পালনই আমার কাজ, আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।(১০) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি?

اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى

ইন্ কা-না মিন্ 'ইন্দিল্লা-হি অকাফার্তুম্ বিহী অশাহিদা শা-হিদুম্ মিম্ বানী ~ ইস্র — ঈলা 'আলা-
যদি এটা আল্লাহরই পক্ষ হতে হয়ে থাকে আর তা তোমরা অমান্য কর, আর বনী ইস্রাঈলের একজন সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান

ع ১ ১০ ১ রুকু مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ١١ وَقَالَ الَّذِيْنَ

মিছ্লিহী ফাআ-মানা অস্তাক্বারতুম্; ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাজ্ জোয়া-লিমীন্। ১১। অক্বা-লাল্লাযীনা
আনলো আর তোমরা কুফুরী করলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের হেদায়েত প্রদান করেন না। (১১) আর যারা কাফের তারা

كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۗ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ

কাফারূ লিল্লাযীনা আ-মানূ লাও কা-না খাইরাম্ মা-সাবাক্বূনা ~ ইলাইহ্;অ ইয্ লাম্ ইয়াহ্তাদূ বিহী
যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে, এটা ভাল হলে তারা আমাদের আগে গ্রহণ করতে পারত না। আর যখন তারা

فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ١٢ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۗ وَهٰذَا

ফাসাইয়াক্বূ লূনা হা-যা ~ ইফ্কুন্ ক্বদীম্। ১২। অমিন্ ক্বব্লিহী কিতা-বু মূসা ~ ইমা-মাওঁ অরহ্মাহ্; অহা-যা-
হেদায়াত পেল না, তখন তারা বলল, এটা প্রাচীন মিথ্যা। (১২) আর এর পূর্বে তো মূসার কিতাবে আদর্শ ও দয়া ছিল এবং

كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۞

কিতা-বুম্ মুছোয়াদ্দিক্বুল্ লিসা-নান্ আ'রাবিয়্যাল্ লিইয়ুন্যিরাল্ লাযীনা জোয়ালামূ অবুশ্রা-লিল্মুহ্সিনীন।
এ কিতাব তার সত্যতা বর্ণনা করে আরবী ভাষায়, যেন জালিমদেকে ভয় প্রদর্শন করে, পুণ্যবানদের দেয়া সুখবর।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ۞ ١٣

১৩। ইন্নাল্লাযীনা ক্বূলূ রব্বুনাল্লা-হু ছুম্মাস তাক্বামূ ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্
(১৩) নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রব তো আল্লাহ এবং পরে তাতে অটল থাকে: (পরকালে) তাদের নেই কোন ভয়,

يَحْزَنُوْنَ ۞ ١٤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

ইয়াহ্যানূন্। ১৪। উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জান্নাতি খ-লিদীনা ফী হা জ্বাযা — য়াম্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন্।
তারা চিন্তিতও হবে না। (১৪) তারাই জান্নাতবাসী, আর সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, এটাই হল তাদের পাওনা।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَ ۞ ١٥

১৫। অ ওয়াছ্ছোয়াইনাল্ ইন্সা-না বিওয়া-লিদাইহি ইহ্সা-না-; হামালাত্হু উম্মুহূ কুর্হাঁও অ
(১৫) মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করলাম, তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে ও অতি

حَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ ۙ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ

অদ্বোয়া আ'ত্হু কুর্হা; অ হাম্লুহূ অফিছোয়া-লুহূ ছালা-ছূনা শাহ্রা-; হাত্তা ~ ইযা-বালাগা আশুদ্দাহূ অ বালাগা আর্বা'ঈনা
কষ্টে প্রসব করে; গর্ভ ধারণ ও স্তন্যদানে ত্রিশমাস সেখানে সময় লাগে, ফলে পূর্ণ শক্তি পেয়ে যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশে

سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى

সানাতান্ ক্বা-লা রব্বি আওযি'নী ~ আন্ আশ্কুরা নি'মাতাকাল্লাতী ~ আন্'আম্তা 'আলাইয়্যা অ'আলা-
পৌছে; তখন বলে, হে আমার রব! নেয়ামতের শুকরিয়া করতে আমাকে শক্তি প্রদান কর, যা আমাকে ও পিতা মাতাকে

وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ

ওয়া-লিদাইয়্যা অআন্ 'আমালা ছোয়া-লিহান তার্দ্বোয়া-হু অআছ্লিহ্ লী ফী যুর্রিয়্যাতী; ইন্নী
দিয়েছ। আর তোমার পছন্দসই আমল যেন করতে পারি, আর আমাকে যোগ্য সন্তান-সন্ততি প্রদান কর। আমি তোমার

শানেনুযূলঃ আয়াত-১১ ঃ হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর যনীন নামক বাঁদিটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এতে তিনি তাকে খুব প্রহার করতে ছিলেন। তখন কুরাঈশের কাফেররা বলতে ছিল; ইসলামে যদি কোন কল্যাণ থাকত তবে আমাদের ন্যায় জ্ঞানী, গুণী ও সম্ভ্রান্তদের অপেক্ষা এ ইতর শ্রেণীর লোকেরা সে বিষয়ে অগ্রণী কিরূপে হত? এ পেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযীল হয়।
শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫ঃ এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্বন্ধে রাসূল (ছঃ)-এর প্রতি যখন নাযীল হয়েছে। তাঁর বয়স তখন আঠার বছর, তখন তিনি রাসূল (ছঃ) এর সাথে সিরিয়া সফর করেন। সেখানে তিনি একটি কুল বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট ছিলেন তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) পার্শ্ববর্তী এক গীর্জার পাদ্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। পাদ্রী তাঁকে মুহাম্মদ (ছঃ)-এর নবী হওয়ার সংবাদ দিলেন। তখন হতেই তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও আসক্ত হন এবং সর্বদা স্বদেশে বিদেশে রাসূল (ছঃ)-এর সাথী হয়ে থাকেন। এমনকি মৃত্যুর পরও প্রিয়নবীর সমাধি কক্ষেই তাঁকে সমাহিত করা হয় । হুযূর (ছঃ) যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, তখন বয়স্কদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন এবং দু' বছর পর তিনি আপন মাতা-পিতা ও সন্তান সন্ততিদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, যা কুরআনের আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, সাহাবাদের মধ্যে একমাত্র হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন যে, তিনি নিজে এবং মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি সকলেই ইসলামের আলোকে আলোকিত হন।

تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ

তুব্তু ইলাইকা অইন্নী মিনাল্ মুস্লিমীন্'। ১৬। উলা — য়িকাল্লাযীনা নাতাক্বাব্বালু 'আন্হুম্ আহ্সানা
অভিমুখী, এবং নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলিম। (১৬) এরা সেসব লোক যাদের সৎকর্মসমূহ আমি গ্রহণ করি, এবং

مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي

মা-'আমিলূ অ নাতাজ্বা-ওয়াযু 'আন্ সায়্যিয়া-তিহিম্ ফী আছ্হা-বিল্ জ্বান্নাহ্; ওয়া'দাছ্ ছিদ্ক্বিল্ লাযী
তাদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করে দিব, এরাই জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি সত্য

كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٧﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ

কা-নূ ইয়ূ'আদূন্। ১৭। অল্লাযী ক্বা-লা লিওয়া-লিদাইহি উফ্ফিল্ লাকুমা ~ আতাই'দা-নিনী ~ আন্
প্রমাণিত হবে। (১৭) আর যে তার মাতা-পিতাকে বলে, তোমাদের জন্য পরিতাপ! আমাকে কি বল যে, আমি পুনরুত্থিত হব,

أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ ۖ

উখ্রজ্বা অক্বদ্ খলাতিল্ ক্বুরূনু মিন্ ক্বব্লী অহুমা-ইয়াস্তাগীছানি ল্লা-হা অইলাকা আ-মিন্
অথচ আমার পূর্বে বহু যুগ অতীত হয়ে গেল? তারা ফরিয়াদ করে বলে যে, তোমার সর্বনাশ হোক, ঈমান আনয়ন কর।

إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾ أُولَٰئِكَ

ইন্না ওয়া'দাল্লা-হি হাক্ব্কুন্ ফাইয়াক্বূলু মা- হা-যা ~ ইল্লা ~ আসা-ত্বীরুল্ আউয়্যালীন্। ১৮। উলা — য়িকাল্
আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তারা বলে, এটা পূর্বেকার উপকথা।(১৮) এরা সেসব লোক যাদের ব্যাপারে আযাবের বাণী

الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ

লাযীনা হাক্ব্ক্বা 'আলাইহিমুল্ ক্বওলু ফী ~ উমামিন্ ক্বদ্ খলাত্ মিন্ ক্বব্লিহিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্ইন্স্;
সাব্যস্ত হয়ে আছে সেসব উম্মতদের সাথে, যারা এদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে জিন ও মানুষের মধ্য হতে, তারাই

إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٩﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

ইন্নাহুম্ কা-নূ খ-সিরীন্। ১৯। অলিকুল্লিন্ দারজ্বা-তুম্ মিম্মা- 'আমিলূ অলিইয়ুওয়াফ্ফিয়াহুম্ 'আমা-লাহুম্
ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১৯) আর প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্ম অনুযায়ী হবে, যেন তারা তাদের কর্মফল পায়, তাদের উপর কোন

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۖ أَذْهَبْتُمْ

অহুম্ লা-ইয়ুজ্লামূন্। ২০। অইয়াওমা ইয়ু'রাদ্বুল্লাযীনা কাফারূ 'আলা ন্না-র্; আয্হাব্তুম্
জুলুম করা হবে না। (২০) আর যারা কাফের তাদেরকে যেদিন দোযখের নিকট আনয়ন করা হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে,

طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ

ত্বোয়াইয়িবা- তিকুম্ ফী হা-ইয়া-তিকুমুদ্ দুন্ইয়া-অস্তাম্তা'তুম্ বিহা-ফাল্ইয়াওমা তুজ্ব্যাওনা
তোমরা তো পার্থিব জীবনে তোমাদের সুখ ও উপভোগের বস্তুসমূহ উপভোগ করেছিল। অতএব আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক

عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

'আযা-বাল্ হূনি বিমা- কুন্তুম্ তাস্তাক্বিরূনা ফিল্ আর্দ্বি বিগইরিল্ হাক্ব্ক্বি অ বিমা- কুন্তুম্ তাফ্সুকূ্ন।

শাস্তি প্রদান করা হবে, কেননা, তোমরা যমীনে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং তোমরা অবাধ্যাচারণকারী ছিলে।

٢١ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ

২১। অয্কুর্ অখ-'আদ্;-ইয্ আন্যার ক্বওমাহূ বিল্আহ্ক্ব-ফি অ ক্বদ্ খলাতিননুযুরু মিম্ বাইনি

(২১)(হে নবী!) আর আপনি আদের ভ্রাতা হুদকে স্মরণ করুন, যার পূর্বে ও পরে সতর্ককারী এসে আহ্কাফবাসীকে সতর্ক

يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

ইয়াদাইহি অমিন্ খল্ফিহী ~ আল্লা-তা'বুদূ ~ ইল্লাল্লা-হ্; ইন্নী ~ আখ-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা

করেছিল যে, তোমরা 'আল্লাহকে ব্যতীত আর কারও ইবাদত করো না, তোমাদের জন্য আমি এক ভয়াবহ কঠিন শাস্তির আশঙ্কা

يَوْمٍ عَظِيمٍ ٢٢ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا

ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ২২। ক্ব-লূ ~ আজ্বি''তানা- লিতা'ফিকানা-'আন্ আ-লিহাতিনা-ফা''তিনা-বিমা-

করছি। (২২) তারা বলল, তুমি কি এসেছ আমাদেরকে আমাদের দেবতা হতে বিচ্ছিন্ন করতে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও,

تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٣ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم

তা'ইদুনা ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ২৩। ক্ব-লা ইন্নামাল্ 'ইল্মু 'ইন্দা ল্লা-হি অ উবাল্লিগুকুম্

তবে প্রতিশ্রুত বিষয় নিয়ে আস।(২৩) বলল, এর জ্ঞান তো আল্লাহর কাছে যা আমি পেয়েছি তাই তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি।

مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٢٤ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا

মা ~ উর্সিল্তু বিহী অলা-কিন্নী ~ অর-কুম্ ক্বওমান্ তাজ্হালূন্। ২৪। ফালাম্মা রয়াওহু 'আ-রিদোয়াম্

কিন্তু আমি তোমাদেরকে তো অজ্ঞই দেখছি। (২৪) অতঃপর যখন উপত্যকায় মেঘ দেখল, তখন তারা বলতে লাগল,

مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ

মুস্তাক্ব্বিলা আও দিয়াতিহিম্ ক্ব-লূ হা-যা 'আ-রিদুম্ মুম্ত্বিরুনা-; বাল্ হুওয়া মাস্তা'জ্বাল্তুম্ বিহ্;

এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে, বলল, এটা তো তা-ই যা তোমরা জলদি চেয়েছিলে, এ এক প্রচণ্ড ঝড়,

رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٥ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ

রীহুন্ ফীহা-'আযা-বুন্ আলীম্। ২৫। তুদাম্মিরু কুল্লা শাইয়িম্ বিআম্রি রব্বিহা-ফাআছ্বাহূ লা-ইয়ুর ~

এতে রয়েছে কঠিন শাস্তি। (২৫) ওটা স্বীয় রবের নির্দেশে সব ধ্বংস করবে। তারা এমনভাবে ধ্বংস হল যে, ঘর বাড়ি ছাড়া আর

إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ٢٦ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا

ইল্লা-মাসা-কিনুহুম্; কাযা-লিকা নাজ্বযিল্ ক্বওমাল্ মুজ্‌রিমীন্। ২৬। অলাক্বদ্ মাক্কান্না-হুম্ ফীমা ~

কিছুই দৃষ্টি গোচর হয়নি। পাপীদেরকে আমি এরূপ শাস্তিই প্রদান করে থাকি। (২৬) আর তাদেরকে যতটুকু প্রতিষ্ঠিত করেছি,

إِنْ مَّكَّنَّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَٰرًا وَأَفْـِٔدَةً ز فَمَآ أَغْنَىٰ

ইম্মাক্কান্না-কুম্ ফীহি অজ্বা'আল্‌না-লাহুম্ সাম্'আওঁ অ আব্‌ছোয়া-রঁও অআফ্‌য়িদাতান্ ফামা ~ আগ্‌না
আপনাকে তা করি নি। আমি তাদেরকে কান, চোখ ও অন্তর (সব কিছুই) প্রদান করেছিলাম, কিন্তু তাদের এ কান, চোখ ও অন্তর

عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ

'আন্‌হুম্ সাম্‌উ'হুম্ অলা ~ আব্‌ছোয়া-রুহুম্ অলা ~ আফ্‌য়িদাতুহুম্ মিন্ শাইয়িন্ ইয্ কা-নূ ইয়াজ্বহাদূনা
আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বীকার না করার কারণে তা তাদের কোন কাজে লাগতে পারে নি। যে বিষয় নিয়ে তারা বিদ্রূপ

ع ৬ ৩ রুকু

بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا

বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অহা-ক্বা বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ২৭। অ লাক্বদ্ আহ্‌লাক্‌না-
করত সে বিষয় এসেই তাদেরকে বেষ্টন করল। (২৭) আর আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের আশ-পাশের বস্তিসমূহকে।

مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَوْلَا

মা-হাওলাকুম্ মিনাল্ ক্বুরা-অছোয়ার্‌রফ্‌নাল্ আ-ইয়া-তি লা'আল্লাহুম্ ইয়ারজ্বি'উন্। ২৮। ফালাওলা
আর আমি বারবার আয়াত বিবৃত করেছি, যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২৮) অনন্তর তাদেরকে কেন সাহায্য করল না

نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً ط بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ج

নাছোয়ার হুমুল্লাযী নাত্ তাখাযূ মিন্ দূনিল্লা-হি ক্বুরবা-নান্ আ-লিহাহ্; বাল্ দোয়াল্লূ 'আন্‌হুম্
তাদের আল্লাহ ছাড়া যে সব উপাস্যের উপাসনা তরা করত। বরং তারা অদৃশ্য হয়ে গেল, আর এটা ছিল তাদের অলীক

وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ

অযা-লিকা ইফ্‌কুহুম্ অমা- কা-নূ ইয়াফ্‌তারূন্। ২৯। অইয্ ছোয়ারফ্‌না ~ ইলাইকা নাফারম্ মিনাল্
মিথ্যারই পরিণাম ফল। (২৯) আর একদল জিনকে আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছি, তারা কোরআন পড়া শ্রবণ

ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ج فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ج فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ

জ্বিন্নি ইয়াস্ তামি'উনাল্ ক্বুর্‌আ-না ফালাম্মা- হাদ্বোয়ারূহু ক্বা-লূ ~ আন্‌ছিতূ ফালাম্মা-ক্বুদ্বিয়া অল্লাওঁ ইলা-
করত, আসলে তার পরস্পরকে বলত, "নীরবে শ্রবণ কর"। শেষ হলে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে তারা সতর্ককারী রূপে

قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ

ক্বওমিহিম্ মুন্‌যিরীন্। ৩০। ক্বা-লূ ইয়া-ক্বওমানা ~ ইন্না-সামি'না-কিতা-বান্ উন্‌যিলা মিম্ বা'দি মূসা-
প্রত্যাগমন করত। (৩০) তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমরা এমন কিতাব শ্রবণ করেছি

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

মুছোয়াদ্দিক্বাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহি ইয়াহ্‌দী ~ ইলাল্ হাক্ব্‌ক্বি অইলা-ত্বোয়ারী ক্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্।
যা মূসার পরে অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তার পূর্বের অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক, সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করে।

(৩১) يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ

৩১। ইয়া-ক্বওমানা ~ আজ্বীবূ দা-ইয়াল্লা-হি অ আ-মিনূ বিহী ইয়াগ্‌ফিরলাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্ অ ইয়ুজ্বিরকুম্

(৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া প্রদান কর, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন,

مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (৩২) وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ

মিন্ আযা-বিন্ আলীম্। ৩২। অ মাল্ লা-ইয়ুজ্বিব্ দা-'ইয়াল্লা-হি ফালাইসা বিমু'জ্বিযিন্ ফিল্ আর্‌দ্বি

এবং কঠিন শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৩২) আর যে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া না দেয়, সে পৃথিবীতে (আল্লাহকে)

وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (৩৩) اَوَلَمْ يَرَوْا

অলাইসা লাহূ মিন্ দূনিহী ~ আওলিয়া — য়্; উলা ~ য়িকা ফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ৩৩। আওয়ালাম্ ইয়ারও

ব্যর্থকারী হবে না। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সাহায্যকারী নেই। তারাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। (৩৩) তারা কি

اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ

আন্না ল্লা-হাল্ লাযী খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া অলাম্ ইয়া'ইয়া বিখল্‌ক্বিহিন্না বিক্ব-দিরিন্.

লক্ষ্য করে দেখ না যে, আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং ওদের সৃষ্টি করতে তিনি কোন ক্লান্তি

عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (৩৪) وَيَوْمَ

'আলা ~ আইঁ ইয়ুহ্‌য়িইয়াল্ মাউতা- বালা ~ ইন্নাহূ 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ৩৪। অইয়াওমা

অনুভব করেন নি, আর তিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতেও সক্ষম? অবশ্যই তিনিই সর্বশক্তিমান। (৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে

يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ

ইয়ু'রাদ্বু্ল্ লাযীনা কাফারূ 'আলান্না-র্; আলাইসা হা-যা-বিল্‌হাক্ব্;ক্ব-লূ বালা-অ রব্বিনা-;

আগুনের পাশে নিয়ে বলা হবে যে, (হে অবিশ্বাসীরা!) এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, নিশ্চয়, আমাদের রবের কসম।

قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (৩৫) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا

ক্ব-লা ফাযূ ক্বূ ল্ 'আযা-বা বিমা-কুন্‌তুম্ তাক্‌ফুরূন্। ৩৫। ফাছ্‌বির্ কামা-ছোয়াবারা উলুল্

(ফেরেশতারা) বলবে, কুফ্‌রীর কারণে তোমরা আযাব ভোগ করে। (৩৫) অতএব (হে নবী!) আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন

الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ

'আয্‌মি মিনার্ রুসুলি অলা-তাস্‌তা'জ্বিল্ লাহুম্; কায়ান্নাহুম্ ইয়াওমা ইয়ারওনা মা-ইয়ু'আদূনা লাম্

দৃঢ় সংকল্প রাসূলদের মত। প্রতিশোধ গ্রহণে তাড়াহুড়ো করবেন না। যেদিন প্রতিশ্রুত বিষয় তারা দর্শন করবে, তখন তাদের

يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ (৩৫) *

ইয়াল্‌বাছূ ~ ইল্লা-সা-'আতাম্ মিন্ নাহা-র্; বালা-গুন্ ফাহাল্ ইয়ুহ্‌লাকু ইল্লাল্ ক্বওমুল্ ফা-সিক্বূন্।

মনে হবে দিনের সল্প সময়ই তারা অবস্থান করেছে। এটা ঘোষণা দেয়া মাত্র, সত্যত্যাগীদেরকেই ধ্বংস করা হবে।

৪ ● চতুর্থাংশ
ع ৭ ৪ রুকু

সূরা মুহাম্মদ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩৮
রুকূ ঃ ৪

١ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٢ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ

১। আল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি আদ্বোয়াল্লা আ'মা-লাহুম্ ২। অল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া

(১) যারা কুফ্‌রী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করে, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করেন, (২) আর যারা ঈমান আনে,

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ

আ'মিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি ওয়া আ-মানূ বিমা-নুয্‌যিলা 'আলা-মুহাম্মাদিঁও অহুওয়াল্ হাক্কু মির্ রব্বিহিম্ কাফ্‌ফারা

নেক কাজ করে ও মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে, তা তাদের রবের পক্ষ হতে সত্য; তিনি তাদের গুনাহসমূহ

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٣ ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ

'আন্‌হুম্ সাইয়িয়া-তিহিম্ অআছ্‌লাহা বা-লাহুম্। ৩। যা-লিকা বিআন্নাল্লাযীনা কাফারূ ত্তাবা'উল্ বা-ত্বিলা অআন্নাল্

মাফ করবেন ও তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৩) কেননা, যারা কুফ্‌রী করে, বাতিলের আনুগত্য করে, আর যারা ঈমান আনে,

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

লাযীনা আ-মানুত্ তাবা'উল্ হাক্ক্বা মির্ রব্বিহিম্; কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবু ল্লা-হু লিন্না-সি আম্‌ছা-লাহুম্।

তারা তো তাদের রবের দেয়া সত্যের আনুগত্য করে। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের অবস্থা বর্ণনা করে থাকেন।

٤ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا

৪। ফাইযা-লাক্বীতুমু ল্লাযীনা কাফারূ ফাদ্বোয়ারবার রিক্বা-ব্; হাত্তা ~ ইযা ~ আছখান্‌তুমূহুম্ ফাশুদ্দুল্

(৪) সুতরাং তোমরা যদি কাফেরদের মুখোমুখি হও তবে তাদের ঘাড়ে আঘাত করে যখন তাদেরকে পরাভূত করবে তখন

الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

অছা-ক্ব ফাইম্মা-মান্নাম্ বা'দু অইম্মা-ফিদা — য়ান্ হাত্তা-তাদ্বোয়া'আল্ হার্‌বু আওযা-রহা-

তাদেরকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলবে। পরে হয় তাদের প্রতি দয়া কর, না হয় মুক্তি পণ নিয়ে ছেড়ে দাও। যতক্ষণ না যুদ্ধে তারা

ذَٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ

যা-লিক্; অ লাও ইয়াশা — য়ু ল্লা-হু লান্‌তাছোয়ারা মিন্‌হুম্ অলা-কিল্ লিইয়াব্‌লুওয়া বা'দ্বোয়াকুম্ বিবা'দ্ব; অল্লাযীনা

তাদের অস্ত্র সংবরণ করে। এটাই; আল্লাহ চাইলে প্রতিশোধ নিতে পারেন; কিন্তু তিনি একজনকে দিয়ে অন্যজনকে পরীক্ষা করেন,

মো'আ-১৭

আয়াত-২ ঃ প্রথম যুগে সকল মানুষ একই শরীয়ত মানতে বাধ্য ছিল না। বর্তমান দুনিয়ার সকল মানুষ একই শরীয়তের আওতাধীন, এখন সত্য ধর্ম একমাত্র ইসলামই। ভাল-মন্দ সব কাজ মুসলমানও করে এবং কাফিরও করে। কিন্তু খাঁটি ধর্মাবলম্বীদের নেক কাজ স্থায়ী থাকে, আর অন্যায় কাজ ক্ষমাযোগ্য। আর যারা খাঁটি ধর্মের অনুসারী নয়, তাদের শাস্তি হল, তাদের নেক কাজ বাতিল, আর শাস্তি আবশ্যম্ভাবী (মুঃ কোঃ)

আয়াত-৩ ঃ শিরক ও কুফর বাতিল, তাওহীদ ও ঈমান সঠিক। অর্থাৎ কাফিরদের আমল এ কারণে বিনষ্ট যে, তারা মিথ্যার পিছনে চলেছিল। শিরক পছন্দ করল, আর অবাধ্যতায় পড়ে থাকল। পক্ষান্তরে মু'মিনদের অন্যায়সমূহ বিদূরীত করলেন, হক ও ন্যায়ের অনুসরণ করলেন। আল্লাহ এর আদেশ মান্য করেছিলেন, তাওহীদ ও ঈমান পছন্দ করে নেক কাজ করছিলেন। (ফতঃ বয়াঃ)

قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٥﴾ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

ক্বুতিলূ ফী সাবীলি ল্লা-হি ফালাইঁ ইয়ুদ্বিল্লা আ'মা-লাহুম্। ৫। সাইয়াহ্দীহিম্ অইয়ুছলিহু বা-লাহুম্।
আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদের কর্ম তিনি কখনও নষ্ট করেন না। (৫) তিনি তাদেরকে সৎপথ দেখান এবং তাদের অবস্থা ভাল করেন।

﴿٦﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ

৬। অইয়ুদ্খিলু হুমুল্ জান্নাতা 'আররফাহা-লাহুম্। ৭। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্ তান্ছুরু ল্লা-হা ইয়ান্ছুরকুম্
(৬) আর জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়েছেন। (৭) হে মু'মিনরা! যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তিনিও তোমাদের

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾ ذَٰلِكَ

অ ইয়ুছাব্বিত্ আক্বদা-মাকুম্। ৮। অল্লাযীনা কাফারূ ফাতা'সা ল্লাহুম্ অআদ্বোয়াল্লা আ'মা-লাহুম্। ৯। যা-লিকা
সাহায্য করবেন, তাদের পা দৃঢ় করবেন। (৮) আর কাফেরদের জন্য দুর্ভোগ, তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন। (৯) কেননা, আল্লাহর

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿١٠﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

বিআন্নাহুম্ কারিহূ মা ~ আন্যালা ল্লা-হু ফাআহ্বাত্বোয়া আ'মা-লাহুম্। ১০। আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল্ আর্দ্বি
যা নাযিল করেছেন তারা তা পছন্দ করে না, তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করবেন। (১০) তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে দেখে নি

فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ

ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না আ'ক্বিবাতুল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিহিম; দাম্মারল্লা-হু 'আলাইহিম্ অলিল্কা-ফিরীনা
যে, তাদের পূর্বে যারা গত হয়ে গিয়েছে তাদের পরিণতি কি হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, আর কাফেরদের ع ١ ١١ ٥ রুকু

أَمْثَالُهَا ﴿١١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ

আম্ছা-লুহা-। ১১। যা-লিকা বিআন্নাল্লা-হা মাওলাল্ লাযীনা আ-মানূ অআন্নাল্ কা-ফিরীনা লা-মাওলা-লাহুম্।
জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (১১) তা এ কারণে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু, আর কাফেরদের কোন বন্ধু নেই।

﴿١٢﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن

১২। ইন্না ল্লা-হা ইয়ুদ্খিলুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি জান্না-তিন্ তাজ্রী মিন্
(১২) নিশ্চয়ই আল্লাহ দাখিল করবেন সে সব লোকদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং পুণ্যবান, এমন

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ

তাহ্তিহাল্ আন্হা-র; অল্লাযীনা কাফারূ ইয়াতামাত্তাউ'না অ ইয়া''কুলূনা কামা-তা''কুলুল্ আন্আ''মু
জান্নাতে যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। আর যারা কাফের তারা ভোগে মগ্ন থেকেছে, জন্তুরা যে ভাবে খেত সেভাবে খেত,

وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٣﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي

অন্না-রু মাছ্ওয়াল্লাহুম্। ১৩। অকায়াইঁয়িম্ মিন্ ক্বরইয়াতিন্ হিয়া আশাদ্দু ক্বুওয়াতাম্ মিন্ ক্বরইয়াতিকাল্ লাতী ~
তাদের আবাস জাহান্নাম। (১৩) আর বহু জনপদ এমনি ছিল্ যা আপনার এ জনপদ অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল।

أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٤﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ

আখ্রজ্বাত্কা আহ্লাক্না-হুম্ ফালা- না-ছিরলাহুম্। ১৪। আফামান্ কা-না 'আলা-বাইয়িনাতিম্ মির্ রব্বিহী কামান্

সেখান থেকে বের করেছে তাদেরকে ধ্বংস করেছি, সাহায্যকারী ছিল না।(১৪) যে রবের প্রমাণের ওপর আছে, সে কি

زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٥﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ

যুইয়্যিনা লাহূ সূ — য়ু 'আমালিহী অত্তাবা'উ ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্। ১৫। মাছালুল্ জ্বান্নাতি ল্লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূন্;

তার ন্যায় যার নিকট কুকর্ম পছন্দনীয় এবং যে প্রবৃত্তির অনুগামী?(১৫) মুত্তাকীদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের উদাহরণ হল, তাতে

فِيْهَآ أَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ

ফীহা ~ আন্হা-রুম্ মিম্ মা — য়িন গইরি আ-সিনিন্ অআন্হা-রুম্ মিল্লাবানিল্লাম্ ইয়াতাগাইয়ার্ ত্বোয়া'মুহূ

রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হবার নয়, আর এমন দুধের ঝর্ণাসমূহ যারা পান করবে তাদের জন্য

وَأَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَأَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا

অআন্হা-রুম্ মিন্ খম্রিল লায্ যাতিল্লিশ্-শা রিবীনা অআন্হা-রুম্ মিন্ 'আসালিম্ মুছোয়াফ্ফা; অলাহুম্ ফীহা-

অত্যন্ত সুস্বাদু পানের ঝর্ণা, সেখানে তাদের জন্য থাকবে স্বচ্ছ মধুর ঝর্ণাসমূহ, বিভিন্ন ফল ও তাদের রবের ক্ষমা। আর

مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً

মিন্ কুল্লিছ্ ছামার-তি অমাগ্ফিরতুম্ মির্ রব্বিহিম্; কামান্ হুওয়া খ-লিদূন্ ফিন্না-রি অসুক্বূ মা — য়ান্

মুত্তাকিরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামীদের ন্যায়, যারা অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং গরম পানীয় দ্বারা যাদের

حَمِيْمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى إِذَا خَرَجُوْا مِنْ

হামীমান্ ফাক্বত্ত্বো'আ আম্'আ — য়াহুম্। ১৬। অমিন্হুম্ মাইঁ ইয়াস্তামি'উ, ইলাইকা হাত্তা ~ ইযা-খারাজূ মিন্

নাড়ি-ভুড়ি ছিন্ন করবে? (১৬) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার কথা শুনে, আর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে জ্ঞানীদের

عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ؕ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ

'ইন্দিকা ক্বূলূ লিল্লাযীনা উতুল্ 'ইল্মা মা-যা- ক্বা-লা আ-নিফান্ উলা — য়িকাল্ লাযীনা ত্বোয়াবা'আ ল্লা-হু

নিকট গমন করে, তখন বলে, সে কি বলেছে? এরাই সেই দল যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন,

عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٧﴾ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ

'আলা-কুলূবিহিম্ অত্তাবা'উ' ~ আহ্ওয়া — য়াহুম্। ১৭। অল্লাযী নাহ্ তাদাও যা-দাহুম্ হুদাঁও অআ-তা-হুম্

তারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। (১৭) আর যারা সৎপথ পায় তিনি তাদের অধিক হেদায়াত প্রদান করেন এবং

تَقْوٰىهُمْ ﴿١٨﴾ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ

তাক্ওয়া-হুম্। ১৮। ফাহাল্ ইয়ান্জুরূনা ইল্লাস্ সা-'আতা আন্ তা"তিয়াহুম্ বাগ্তাতান্ ফাক্বদ্ জ্বা — য়া আশ্রাতুহা-

তাক্ওয়া দেন।(১৮) অনন্তর তারা শুধু অপেক্ষা করছে, যেন অকস্মাৎ কেয়ামত সংঘটিত হয়। লক্ষণ তো এসেই পড়েছে,

فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿১৯﴾ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ

ফাআন্না-লাহুম্ ইযা-জ্বা — য়াত্হুম্ যিক্‌র-হুম্। ১৯। ফা'লাম্ আন্নাহূ লা ~ ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অস্‌তাগ্‌ফির্

আসলে উপদেশ পাবে কিভাবে?(১৯) অতএব, জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং তুমি নিজের গুনাহর জন্য

لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٭   ২ ع ৮ ৬ রুকু

লিযাম্বিকা অলিল্‌মু''মিনীনা অল্‌মু''মিনা-ত্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মুতাক্বাল্লাবাকুম্ অমাছ্ওয়া-কুম্।

ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর মু'মিন নর-নারীর পাপের জন্যও, আর আল্লাহ তোমাদের অবস্থান, অবস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

﴿২০﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ

২০। অইয়াক্বূলুল্ লাযীনা আ-মানূ লাওলা-নুয্‌যিলাত্ সূরাতুন্ ফাইযা-উন্‌যিলাত্ সূরতুম্ মুহ্‌কামাতুঁও

(২০) আর যারা মু'মিন তারা বলে, সূরা নাযীল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন স্পষ্ট সূরা নাযীল হয়ে জিহাদের কথা বলা হয়

وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ

অযুকিরা ফীহাল্ ক্বিতা-লু রয়াইতাল্ লাযীনা ফী ক্বূলূবিহিম্ মারাদ্বুঁই ইয়ান্‌জুরূনা ইলাইকা

তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, তাদের মধ্যে যারা ব্যধিগ্রস্ত লোক তারা আপনার প্রতি তাকায় মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত

نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿২১﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ۚ قف

নাজোয়রল্ মাগ্‌শিয়্যি 'আলাইহি মিনাল্ মাওত; ফাআওলালাহুম্। ২১। ত্বোয়া- 'আতুঁও অক্বওলুম্ মা'রূফুন্

লোকদের মত, ধিক্ তাদের।(২১) আনুগত্য ও ন্যায় কথা বলাই, তাদের জন্য উত্তম। অতঃপর যখন কর্মের সিদ্ধান্ত হয় তখন

فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿২২﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ

ফাইযা- 'আযামাল্ আম্‌রু ফালাও ছোয়াদাকু ল্লা-হা লাকা-না খাইরল্লা-হুম্। ২২। ফাহাল্ 'আসাইতুম্ ইন্ তাওয়াল্লাইতুম্

আল্লাহর সঙ্গে সততা দেখালে তাই হবে উত্তম। (২২) অতঃপর তোমরা শাসক হলে তোমাদের কি এ সম্ভাবনা আছে যে,

أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿২৩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

আন্ তুফ্‌সিদূ ফিল্ আর্‌দ্বি অতুক্বাত্ত্বিউ' ~ আর্‌হা-মাকুম্। ২৩। উলা — য়িকাল্লাযীনা লা'আনাহুমুল্লা-হু

তোমরা যমীনে গোলযোগ সৃষ্টি করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২৩) আল্লাহ তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, বধির

فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿২৪﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ٭

ফাআছোয়াম্মাহুম্ অআ'মা ~ আব্‌ছোয়া-রহুম্। ২৪। আফালা-ইয়াতাদাব্বারূনাল্ ক্বুরআ-না আম্ 'আলা- ক্বুলূবিন্ আক্ব্ ফা-লুহা-।

করেছেন ও অন্ধ বানিয়েছেন। (২৪) তবে কি তারা কোরআন সম্পর্কে গবেষণা করে দেখে না? নাকি অন্তরে তালা রয়েছে?

আয়াত-১৮ ঃ কিয়ামতের সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর আবির্ভাব। সকল নবী-রাসুল রাসুলুল্লাহ (ছঃ) এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের পর এখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়াই বাকী আছে। (মুঃ কোঃ) ২। ইবনে তাইমিয়ার মতে নবীরা আল্লাহর নিকট হতে মানুষকে যে সমস্ত আহ্‌কাম পৌঁছিয়ে থাকেন, তাতে তারা নির্দোষ এবং ত্রুটিমুক্ত। এ কারণে এসব আহকামে ঈমান আনা ওয়াজিব। নবীরা ব্যতীত আওলিয়ারাও নির্দোষ ও ত্রুটিমুক্ত নন। আম্বিয়ারা আল্লাহর আহকাম ব্যতীত অন্যান্য কথা-বার্তায় নিস্পাপ কিনা এতে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ওলামাদের মতে গুনাহ ছোট হোক আর বড় হোক তাতে স্থির থাকা হতে তারা মাহফূয। কখনও কোন গুনাহ্ হয়ে গেলেও তা হতে পাক-পবিত্র করে লওয়া হয়। (ফতঃ বয়াঃ)

﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ

২৫। ইন্নাল্ লাযীনার্ তাদ্দূ 'আলা ~ আদ্‌বা-রিহিম্ মিম্ বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুমুল্ হুদাশ্ শাইত্বোয়া-নু

(২৫) নিশ্চয়ই যারা সৎপথ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হবার পরও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গেল, শয়তান তাদের কর্মকে শোভন করে

سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ

সাওয়্যালা লাহুম্ অআম্‌লা-লাহুম্। ২৬। যা-লিকা বিআন্নাহুম্ ক্বা-লূ লিল্লাযীনা কারিহূ মা-নায্ যালাল্লা-হু

দেখায় এবং মিথ্যা আশা প্রদান করে। (২৬) কেননা, যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাকে অপছন্দ করে তাদেরকে

سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ

সানুত্বী উ'কুম্ ফী বা'দ্বিল্ আম্‌রি অল্লা-হু ইয়া'লামু ইস্‌র-রাহুম্। ২৭। ফাকাইফা ইযা-তাওয়াফ্‌ফাত্‌হুমুল্

তারা বলে, তোমাদেরকে কিছু বিষয়ে মানব, আল্লাহ তাদের গোপন বিষয় সম্যক অবগত। (২৭) অতঃপর কিরূপ হবে, যখন

الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ

মালা — য়িকাতু ইয়াদ্বরিবূনা উজূ হাহুম্ অআদ্‌বা-রহুম্। ২৮। যা-লিকা বিআন্নাহুমুত্তাবা'উ মা ~ আস্‌খাত্বোয়াল্লা-হা

ফেরেশতারা তাদের প্রাণ নেবে মুখে ও পিঠে আঘাত করে? (২৮) এ জন্য যে, তারা আল্লাহর ক্রোধের অনুসরণ করে,

৩ ع ৯ ৭ রুকু

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

অকারিহূ রিদ্বওয়া-নাহূ ফাআহ্‌বাত্বোয়া আ'মা-লাহুম্। ২৯। আম্‌হাসিবাল্লাযীনা ফী কু্লূ বিহিম্ মারাদ্বুন্

সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন। (২৯) মনে ব্যধিগ্রস্তরা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের

أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ

আল্লাই ইয়ুখ্‌রিজাল্লা-হু আদ্ব্‌গ-নাহুম্। ৩০। অলাও নাশা — য়ু লায়ারইনা-কাহুম্ ফালা'আরাফ্‌তাহুম্ বিসীমা-হুম্;

বৈরিতাকে প্রকাশ করবেন না? (৩০) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে আপনাকে তাদেরকে দেখাতাম, আপনি তাদেরকে

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ

অলাতা'রিফান্নাহুম্ ফী লাহ্‌নিল্ ক্বাওল; অল্লা-হু ইয়া'লামু আ'মালাকুম্। ৩১। অলানাব্‌লুওয়ান্নাকুম্ হাত্তা-না'লামাল্

লক্ষণে চিনতে পারতেন, আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবগত (৩১) আর আমি অবশ্যই তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করব,

الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن

মুজা-হিদীনা মিন্‌কুম্ অছ্‌ছোয়া-বিরীনা অনাব্‌লুওয়া আখ্‌বা-রকুম্। ৩২। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্

যে পর্যন্ত না জেনে নেই কারা জিহাদকারী আর কারা ধৈর্যশীল। (৩২) নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং যারা আল্লাহর পথে বাধা

سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۙ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا

সাবীলি-হি অ শা — ক্কুর্ রসূলা মিম্ বা'দি মা -তাবাইয়্যানা লাহুমুল্ হুদা-; লাইয়াদ্বুর্ রুল্লা-হা শাইয়া-

দানকারী, হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যারা রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা মূলত আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না,

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا

অ সাইয়ুহ্বিতু 'আমা-লাহুম্-। ৩৩। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ ~ আত্বী 'উল্লা-হা অআত্বী'উর্ রাসূলা অলা-

তিনি তাদের যাবতীয় কর্ম ব্যর্থ করবেন। (৩৩) হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, আর নিজেদের

تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ

তুব্ত্বিলূ ~ আ'মা-লাকুম্। ৩৪। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ছুম্মা মা-তূ অহুম্

কর্মসমূহ নষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারী, পরে কাফের হয়ে মরলে

كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٥﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۚ

কুফ্ফা-রুন্ ফালাই ইয়াগ্ফিরল্লা-হু লাহুম্। ৩৫। ফালা-তাহিনূ অতাদ্'উ ~ ইলাস্ সাল্মি অ আন্তুমুল্ আ'লাওনা

আল্লাহ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব হতাশ হয়ো না, সন্ধির প্রস্তাব দিয়ো না, তোমরাই প্রবল, আল্লাহ

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِنْ

অল্লা-হু মা'আকুম্ অলাই ইয়াতিরকুম্ আ'মা-লাকুম্। ৩৬। ইন্নামাল্ হা ইয়া-তুদ্দুনইয়া-লা'ইবুঁও অলাহ্ওয়ুন্ অইন্

তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমাদের কর্ম গুরুত্বহীন করবেন না। (৩৬) নিশ্চয়ই পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা। মু'মিন ও

تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٧﴾ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا

তু''মিনূ অতাত্তাক্বূ ইয়ু''তিকুম্ উজূরকুম্ অলা-ইয়াস্য়াল্কুম্ আম্ওয়া-লাকুম্। ৩৭। ইঁইয়াস্য়াল্কুমূ হা-

মুত্তাকী যদি হও, তবে তোমাদেরকে প্রতিদান দেবেন, তিনি সম্পদ চান না। (৩৭) চাইলেও চাপ দিলে তোমরা কার্পণ্য

فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٨﴾ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي

ফাইয়ুহ্ফিকুম্ তাব্খালূ অইয়ুখ্রিজু আদ্ক্বা-নাকুম্ ।৩৮। হা ~ আন্তুম্ হা ~ য়ুলা —য়ি তুদ্'আওনা লিতুন্ ফিক্বূ ফী

করবে, তিনি তোমাদের বৈরিতা প্রকাশ করেন।(৩৮) তোমাদেরকেই তো আল্লাহর পথে ব্যয় করতে আহ্বান করা হয়,

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ

সাবীলিল্লা-হি ফামিন্কুম্ মাইঁ ইয়াব্খালু অ মাইঁ ইয়াব্খল ফাইন্নামা-ইয়াব্খালু 'আন্ নাফ্সিহ্; অল্লা-হুল্

অথচ তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক কার্পণ্য করে, নিশ্চয়ই যারা খরচ করতে কার্পণ্য করে, তারা নিজের জন্যই করে।

الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٩﴾

গনিইয়ু ওয়া আন্তুমুল্ ফুক্বার — য়ু অইন্ তাতাওয়াল্লাও ইয়াস্তাব্দিল্ ক্বওমান্ গইরকুম্ ছুম্মা লা-ইয়াকূ নূ ~ আম্ছা- লাকুম্।

আল্লাহই ধনী, আর তোমরা অভাবী, তোমরা বিমুখ হলে অন্যকে স্থলাবিসিক্ত করবেন, তারা তোমাদের ন্যায় হবে না।

৪ ع ১০ ৮ রুকু

আয়াত-৩৩ঃ টীকাঃ (১) আবুল আলিয়া হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) এর ছাহাবারা মনে করতেন, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'- এর সাথে কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়। যেমন শিরকের সাথে কোন আমল উপকারে আসে না। এমনকি যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন তারা ভীত হয়ে গেল যে, গুনাহ আমলকে ব্যর্থ করে দিবে। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৩৪ ঃ অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাকে আল্লাহপাক ক্ষমা না করার সাথে সীমাবদ্ধ করেন। এ কারণে যে, জীবিত ব্যক্তির জন্য তো তওবার দরজা খোলা আছে। গুনাহ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে রুজূ' হওয়ার সুযোগ আছে, রুজূ হলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৩৬ঃ আল্লাহপাক সম্পূর্ণ সম্পদ তাঁর রাস্তায় দান করার আদেশ দেন নি। বরং সামান্য দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। (ইব্ঃ কাঃ)

সূরা ফাত্হ্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ৪

١ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ٢ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا

১। ইন্না- ফাতাহ্না- লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা-। ২। লিইয়াগ্‌ফিরা লাকা ল্লা-হু মা-তাক্বদ্দামা মিন্ যাম্বিকা অমা-

(১) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি। (২) যেন আল্লাহ আপনার পূর্বাপর ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করেন,

تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ٣ وَيَنصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا

তায়াখ্খরা অইয়ুতিম্মা নি'মাতাহূ 'আলাইকা অইয়াহ্দিয়াকা ছির-ত্বোয়াম্ মুস্তাক্বীমা-।৩। অইয়ান্ ছুরকাল্লা-হু নাছ্রন্

আপনার প্রতি তাঁর করুণা পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) আর আল্লাহ আপনাকে পূর্ণ সাহায্য

عَزِيزًا ٤ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا

'আযীযা-। ৪। হুওয়াল্লাযী ~ আন্‌যালাস্ সাকীনাতা ফী ক্বুলূবিল্ মু''মিনীনা লিইয়ায্দা-দূ ~ ঈমা-নাম্

প্রদান করেন। (৪) তিনিই মু'মিনদের মনে প্রশান্তি প্রদান করেন, যেন তারা তাদের পূর্ববর্তী ঈমানকে ঈমানের সঙ্গে

مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥

মা'আ ঈমা- নিহিম্; অলিল্লা-হি জুনূদুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্ হাকীমা-।

আরো মযবুত্ করে নেয়, আর আকাশ মণ্ডল ও যমীনের সকল সৈন্য তো আল্লাহরই। আর আল্লাহ মহা জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

٥ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ

৫। লিইয়ুদ্‌খিলাল্ মু''মিনীনা অল্‌মু'মিনা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু

(৫) যেন যারা মু'মিন নর ও মু'মিন নারী তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করেন, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; সেখানে

خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عِندَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٦

খ-লিদীনা ফীহা-অইয়ুকাফ্‌ফিরা 'আন্‌হুম্ সাইয়িয়া-তিহিম্; অকা-না যা-লিকা 'ইন্‌দা-ল্লা হি ফাওযান্ 'আজীমা-।

তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে এবং তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। এটাই আল্লাহর কাছে তাদের মহা সাফল্য।

٦ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِينَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّانِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ

৬। অইয়ু'আয্‌যিবাল্ মুনা- ফিক্বীনা অল্ মুনা-ফীক্ব-তি অল্‌মুশ্‌রিকীনা অল্ মুশ্‌রিকা-তিজ্ জোয়া — ন্নীনা বিল্লা-হি জোয়ান্নাস্

(৬) আর যারা মুনাফিক নর-নারী, মুশ্‌রিক নর-নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে কু ধারণা পোষণ করে, তিনি তাদেরকে শাস্তি

শানেনুযূল ঃ সূরা ফাতাহ্ ঃ ৬ষ্ঠ হিজরীতে প্রায় ১৫০০ সাহাবী নিয়ে নবী কারীম (ছঃ) উমরাহ্ পালনের জন্য মক্কাভিমুখে রওয়ানা করলেন। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মুশরিকদের বাধা দানের প্রস্তুতির কথা অবগত হলেন। অতঃপর মুশরিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি সাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তাবলি মুসলিমদের প্রতিকূলে হলেও শান্তির জন্য নবী কারীম (ছঃ) তা মেনে নিলেন। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী উমরাহ্ না করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরাটি নাযীল করে এ সন্ধিকে স্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফলতঃ কিছু দিনের মধ্যেই কাফেররা শর্ত ভঙ্গ করলে বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় হয়।

السوء ط عليهم دائرة السوء ج وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ط

সাওয়ি 'আলাইহিম্ দা — য়িরাতুস্ সাওয়ি অগদ্বিবা ল্লা-হু 'আলাইহিম্ অলা'আনাহুম্ অ আ'আদ্দা লাহুম্ জ্বাহান্নাম্;
প্রদান করবেন। তাদেরই অমঙ্গল, তাদের ওপরই আল্লাহর গযব, লা'নত, জাহান্নাম তাদের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে,

وساءت مصيرا ۝٧ ولله جنود السموت والأرض ط وكان الله عزيزا حكيما ۝

অসা — য়াত্ মাছীর-। ৭। অ লিল্লা-হি জুনূদুস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; অকা-না ল্লা-হু 'আযীযান্ হাকীমা-।
আর তা কতই না নিকৃষ্ট আবাস! (৭) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

۝٨ إنا أرسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا ۝٩ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه

৮। ইন্না ~ আর্সাল্না-কা শা-হিদাঁও অমুবাশ্শিরাঁও অনাযীরা-। ৯। লিতু'মিনূ বিল্লা-হি অরাসূলিহী অ তু'আয্যিরূহু
(৮) আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠালাম।(৯) যেন আল্লাহ ও রাসূলে ঈমান আন; তাকে সাহায্য ও

وتوقروه ط وتسبحوه بكرة وأصيلا ۝١٠ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون

অ তুওয়াক্কিরূহ্; ওয়া তুসাব্বিহূহু বুক্বরতাঁও অআছীলা-। ১০। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়ুবা-য়ি'উনাকা ইন্নামা ইউবা-য়ি'উনা
সম্মান কর; সকাল সন্ধ্যায় তাঁর তাসবিহ পাঠ কর। (১০) নিশ্চয়ই যারা আপনার কাছে বায়াত নেয়, তারা আল্লাহর

الله ط يد الله فوق أيديهم ج فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ج ومن أوفى

ল্লা-হ্; ইয়াদুল্লা-হি ফাওক্ব আইদীহিম্ ফামান্ নাকাছা-ফাইন্নামা-ইয়ান্কুছু 'আলা নাফ্সিহী অমান্ আওফা-
কাছেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর। যদি ভঙ্গ করে তবে পরিণাম তাদেরই ওপর।

بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ۝١١ سيقول لك المخلفون من

বিমা-'আহা-দা 'আলাইহুল্লা-হা ফাসাইয়ু'তীহি আজ্রন্ 'আজীমা-। ১১। সাইয়াক্বূলু লাকাল্ মুখাল্লাফূনা মিনাল্
যে আল্লাহর সঙ্গেকার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তিনি তাকে পুরস্কার দেন। (১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা পিছনে রয়ে গেছে শীগ্রই

الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ج يقولون بألسنتهم ما ليس

আ'র-বি শাগালাত্না ~ আম্ওয়া-লুনা-অআহ্লূনা-ফাছ্তাগ্ফির্ লানা-ইয়াক্বূলূনা বিআল্সিনাতিহিম্ মা-লাইসা
তারা আপনাকে বলবে, আমাদের ধনসম্পদ ও আমাদের পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত রাখল, আমাদের জন্য ক্ষমা চান; তারা নিজেদের

শানেনুযূলঃ আয়াত-৬ ঃ বনী মুছ্তালিক হতে যাকাত আদায় করার জন্য নবী কারীম (ছঃ) ওয়ালিদ ইবনে আকবাহকে নিযুক্ত করলেন। ওয়ালিদকে নবী করিম (ছঃ)-এর দূত হিসেবে সাদরে বরণ করার জন্য বনী মুছ্তালিকের সদস্যরা তাঁকে এগিয়ে আনতে নগরের বাইরে গেল। কিন্তু ওয়ালিদ ও বনী মুসতালিকের মধ্যে জাহেলিয়াতের যুগ হতে কিছু মনোমালিন্যতা চলে আসতে থাকায় ওয়ালিদ তাঁদেরকে নগরের বাইরে সমবেত দেখে পূর্ব শত্রুতার ভিত্তিতে সন্দিহান হয়ে পড়লেন এবং দূর হতেই ফিরে গেলেন। ওয়ালিদ ইবনে আকাবাহ মদীনায় এসে ছড়িয়ে দিলেন যে, বনী মুসতালিক মুর্তাদ হয়েছে, যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল তখন আমি প্রাণ নিয়ে কোন প্রকারে পালিয়ে এসেছি। এতে নবী করিম (ছঃ) তাঁদের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, ইত্যবসরে বনী মুসতালিকের কিছু লোক এসে নবী কারীম (ছঃ)-কে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাল। নবী কারীম (ছঃ) ঘটনা তদন্তের জন্য খালেদ ইবনে অলীদকে গোপনে পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে তাদের সত্যতার স্বীকৃতি দিলেন। তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়। আয়াত-৯ ঃ অন্যান্য দেশের অশ্ব অপেক্ষা আরবের গর্ধভ উত্তম হেতু আরবরা সচরাচর গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করত। একবার নবী কারীম (ছঃ) গর্ধভে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন, পথে কতিপয় আনসারী সমবেত ছিল, নবী কারীম (ছঃ) ও সেখানে ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করলেন। গর্ধভটি তথায় প্রস্রাব করলে মুনাফিক ইবনে উবাই বলল, তোমার গর্দভ সরাও, এর দুর্গন্ধে মাথা খারাপ হচ্ছে। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বলে উঠলেন, নবী করীম (ছঃ)-এর গাধার পেশাব তোমার মেশক আম্বর অপেক্ষা অধিক সুগন্ধযুক্ত। এতে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল; এ দিকে নবী কারীম (ছঃ) তথা হতে চলে গেলেন, কিন্তু উভয়ের অবস্থা এতদূর গড়াল যে, উভয় গোত্রদ্বয় অর্থাৎ আউস ও খাযরাজের লোকেরা সমবেত হল এবং পরস্পরের মধ্যে রণ-ডঙ্কা বেজে ওঠল। তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়।

فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ

ফী কুলূ বিহিম্; কুল্ ফামাইঁ ইয়াম্লিকু লাকুম্ মিনা ল্লা-হি শাইয়ান্ ইন্ আর-দা বিকুম্ দ্বোয়াররন্ আও আর-দা

মুখে এমন কথা বলে, তা তাদের অন্তরে নেই। বলুন, আল্লাহ যদি কারও কল্যাণ বা ক্ষতি করতে চান, তবে কে তাঁকে

بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ

বিকুম্ ; নাফ্'আ-;বাল্ কা-নাল্লা-হু বিমা-তা'মালূনা খবীর-। ১২। বাল্ জোয়ানান্তুম্ আল্লাইঁ ইয়ান্কুলিবার্

বাধা প্রদান করতে পারে? আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখেন। (১২) বরং তোমরা ধারণা করলে যে,

الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ

রসূলু অল্মু'মিনূনা ইলা ~ আহ্লী হিম্ আবাদাঁও অযুইয়িনা যা-লিকা ফী কুলূ বিকুম্ অজোয়ান্নান্তুম্ জোয়ান্নাস্

রাসূল ও মু'মিনরা পরিবারে প্রত্যাবর্তন করবে না, এটা তোমাদের মনে প্রীতিকর ছিল, আর তোমাদের ধারণা ছিল মন্দ।

السَّوْءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا

সাওয়ি অকুন্তুম্ ক্বওমাম্ বূরা-। ১৩। অমাল্লাম্ ইয়ু'মিম্ বিল্লা-হি অরসূলিহী ফাইন্না ~ আ'তাদ্না-

তোমরা ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে ঈমান রাখে না, তবে আমি তো তৈরি করে

لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

লিল্কা-ফিরীনা সা'ঈর -।১৪।অলিল্লা-হি মুল্কুস্ সামা- ওয়া-তি অল্ আর্দ্ব; ইয়াগ্ফিরু লিমাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়ু'আয্যিবু

রেখেছি সে কাফেরদের জন্য জাহান্নাম। (১৪) আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর; যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন

مَنْ يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ

মাইঁ ইয়াশা — য়ু; অকা-নাল্লা-হু গফূররর্ রহীমা-। ১৫। সাইয়াক্বূলুল্ মুখাল্লাফূনা ইযান্ত্বোয়ালাক্বুতুম্ ইলা-

এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫) যখন গনীমত সংগ্রহে যাবে তখন যারা পিছনে

مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ

মাগ-নিমা লিতা''খুযূহা-যারূনা- নাত্তাবি'কুম্ ইয়ুরীদূনা আইঁ ইয়ুবাদ্দিলূ কলা-মাল্লা-হ্; কুল্ লান্

রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সাথে নাও। এরা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়; আপনি তাদেরকে

تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا

তাত্তাবি'উনা- কাযা-লিকুম্ ক্ব-লাল্লা-হু মিন্ ক্ববলু ফাসাইয়াক্বূলূনা বাল্ তাহ্সুদূনানা-; বাল্ কা-নূ

বলুন, তোমরা আমাদের সাথী হতে পারবে না, আল্লাহ পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং তোমরা হিংসা কর,

لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ

লা-ইয়াফ্ক্বাহূনা ইল্লা-ক্বালীলা-। ১৬। কুল্ লিল্ মুখাল্লাফীনা মিনাল্ আ'রা -বি সাতুদ্'আওনা ইলা- ক্বওমিন্

মূলতঃ তারা কমই বুঝে। (১৬) আপনি পিছনে অবস্থানকারী মরুবাসীকে বলুন, অচিরেই তোমরা প্রবল জাতির প্রতি

أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ج فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا

উলী বা''সিন্‌ শাদীদিন্‌ তুক্ব-তিলূনাহুম্‌ আও ইয়ুসলিমূনা ফাইন্‌ তুত্বী'উ ইয়ু''তিকুমুল্লা-হু আজ্‌রান্‌

আহূত হবে, আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে। আর যদি আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রদান করবেন

حَسَنًا ج وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ لَيْسَ

হাসানান্‌ অইন্‌ তাতাওয়াল্লাও কামা-তাওয়াল্লাইতুম্‌ মিন্‌ ক্বব্‌লু ইয়ু'আয্‌যিব্‌কুম্‌ 'আযা-বান্‌ আলীমা-। ১৭। লাইসা

উত্তম প্রতিদান। আর যদি পূর্বের ন্যায় পিষ্ঠ প্রদর্শন কর, তবে তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন। (১৭) যারা অন্ধ,

عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ط وَمَن يُطِعِ

'আলাল্‌ আ'মা-হারজুঁ ও অলা-'আলাল্‌ আ'রজি হারজুঁ ও অলা-'আলাল্‌ মারীদ্বি হারজ্‌ ; অমাইঁ ইয়ুতি'ইল্‌

ও খঞ্জ আর যারা রোগী তাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাকে

اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ج وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ

লা-হা অরসূলাহূ ইয়ুদ্‌খিল্‌হু জান্না-তিন্‌ তাজ্‌রী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল্‌ আন্‌হা-রু অমাইঁ ইয়াতাওয়াল্লা-ইয়ু'আয্‌যিব্‌হু

তিনি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। আর যে পিষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাকে প্রদান করবেন

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

'আযা-বান্‌ আলীমা-। ১৮। লাক্বদ্‌ রদ্বিয়াল্লা-হু 'আনিল্‌ মু''মিনীনা ইয্‌ ইয়ুবা-য়ি'উনাকা তাহ্‌তাশ্‌ শাজারাতি

কঠিন শাস্তি। (১৮) আর মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে [1] আপনার কাছে বায়াত গ্রহণ করল তখন আল্লাহপাক খুশি হলেন, তিনি

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٩﴾ وَمَغَانِمَ

ফা'আলিমা মা- ফী কুলূবিহিম্‌ ফাআন্‌যালাস্‌ সাকীনাতা 'আলাইহিম্‌ অআছা-বাহুম্‌ ফাত্‌হান্‌ ক্বরীবা-। ১৯। অমাগা-নিমা

তাদের অন্তর্যামী, তিনি তাদেরকে (কাফেরদের) শাস্তি দিলেন এবং মু'মিনদেরকে আসন্ন বিজয় দিলেন। (১৯) আর অনেক

كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

কাছীরতাঁই ইয়া''খুযূনাহা-; অকা-নাল্লা-হু 'আযীযান্‌ হাকীমা-। ২০। অ'আদাকুমু ল্লা-হু মাগ-নিমা কাছীরতান্‌

গনীমত, যা তারা গ্রহণ করবে। তিনি মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমান গনীমতের

تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ج وَلِتَكُونَ

তা''খুযূনাহা- ফা'আজ্‌জ্বালা লাকুম্‌ হা-যিহী অকাফ্‌ফা আইদিয়ান্না-সি 'আন্‌কুম্‌ অলিতাকূনা

ওয়াদা দিলেন, যা তোমরা পাবে। এটা তিনি প্রথমে ত্বরান্বিত করেছেন, মানুষের হাত তোমাদের প্রতি রুদ্ধ করেছেন,

২ ع ৯ ১০ রুকু

আয়াত-১৮ ঃ টীকাঃ (১) সহীহ বোখারীতে ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, এ বৃক্ষটি গোপন করা হয়েছে। এতে এ হেকমত ছিল যে, মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয়। কেননা, এ বৃক্ষতলে খায়ের ও বরকতের কাজ সংঘটিত হয়েছিল। এটি এভাবে প্রকাশিত থাকলে এ ভয় ছিল যে, মানুষ এর সম্মান করতে করতে শেষ পর্যন্ত একে উপকার-অপকারকারী বিশ্বাস করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-১৯ ঃ এটি পরবর্তী গণীমতসমূহ, যা ছাহাবারা পারস্য, রূম ও অপরাপর দেশের যুদ্ধে লাভ করেন। আর আল্লাহ পাকের সু-সংবাদ সত্যতায় প্রমাণিত হল। মদীনায় পারস্য ও রোমানদের দামী দামী গণীমতের দ্রব্যাদি প্রস্তর ও কঙ্করের চাইতেও সস্তা হয়ে গিয়েছিল। (তাফঃ হক্কানী)

آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢١﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ

আ-ইয়াতাল্লিল্ মু''মিনীনা অইয়াহ্দিয়াকুম্ ছির-ত্বোয়াম্ মুস্তাক্বীমা-। ২১। অউখ্র- লাম্ তাক্বদিরূ 'আলাইহা-ক্বদ্
যেন মু'মিনদের জন্য নিদর্শন হয়, তিনি তোমাদেরকে সরল পথ দেখান। (২১) আরও, একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমরা

أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٢﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

আহা-ত্বোয়াল্লা-হু বিহা-; অকা-না ল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীর-। ২২। অলাও ক্বতালাকুমুল্ লাযীনা কাফারূ
পাওনি। আর তা আল্লাহর বেষ্টনে আছে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (২২) আর কাফেররা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে অবশ্যই

لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٣﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن

লাওয়াল্লাওয়ুল্ আদ্বা-র ছুম্মা লা-ইয়াজ্বিদূনা অলিয়্যাও অলা-নাছীর-। ২৩। সুন্নাতা ল্লা-হিল্ লাতী ক্বদ্ খলাত্ মিন্
তারা পৃষ্ঠে প্রদর্শন করে পলায়ন করত। আর তারা না পাবে কোন বন্ধু আর না পাবে সাহায্যকারী। (২৩) পূর্ব হতেই এটা আল্লাহর

قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ

ক্বব্লু অলান্ তাজ্বিদা লিসুন্নাতিল্লা-হি তাব্দীলা-। ২৪। অহুওয়াল্ লাযী কাফ্ফা আইদিয়াহুম্ 'আন্কুম্
বিধান, আপনি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেন না; (২৪) আর তিনি তাদের হাত তোমাদের হতে, তোমাদের হাত

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا

ওয়া আইদিয়াকুম্ 'আন্হুম্ বিবাত্নি মাক্কাতা মিম্ বা'দি আন্ আজ্ফারকুম্ 'আলাইহিম্; অকা-না ল্লা-হু বিমা-
তাদের হতে বারণ করে রেখেছেন মক্কা উপত্যকায় তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার

تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٥﴾ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ

তা'মালূনা বাছীর-। ২৫। হুমুল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দূ কুম্ আ'নিল্ মাস্জ্বিদিল্ হারমি অল্ হাদ্ইয়া
সম্যক দ্রষ্টা। (২৫) তারা তো ঐসব লোক যারা কুফুরী করেছে, মসজিদে হারাম হতে তোমাদেরকে বাঁধা দিয়েছে, কোরবানীর

مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ

মা'কূফান্ আইঁ ইয়াব্লুগ মাহিল্লা-হ্; অলাওলা রিজ্বা-লুম্ মু''মিনূনা অ নিসা — য়ুম্ মু''মিনাতুল্ লাম্
জন্তুকে যথাস্থানে পৌঁছাতে বাঁধা প্রদান করেছে। যদি মু'মিন নর-নারী না থাকত যাদের সম্বন্ধে তোমাদের জানা নেই, না জেনে

تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي

তা'লামূহুম্ আন্ তাত্বোয়ায়ূহুম্ ফাতুছীবাকুম্ মিন্হুম্ মা'আররতুম্ বিগইরি 'ইল্মিন্ লিইয়ুদ্খিলাল্লা-হু ফী
তোমরা তাদের পদদলিত করতে, ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। আল্লাহ ইচ্ছা মত তোমাদেরকে অনুগ্রহ

رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٦﴾ إِذْ جَعَلَ

রহ্মাতিহী মাইঁ ইয়াশা — য়ু লাও তাযাইয়ালূ লা'আয্যাব্নাল্ লাযীনা কাফারূ মিন্হুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ২৬। ইয্ জ্বা'আলাল্
করতে চান, যদি পৃথক থাকত, তবে কাফেরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম। (২৬) যখন কাফেররা তাদের অন্তরে

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ

লাযীনা কাফারূ ফী কুলূবিহিমুল্ হামিয়্যাতা হামিয়্যাতাল্ জ্বা-হিলিয়্যাতি ফাআন্‌যালা ল্লা-হু সাকীনাতাহূ 'আলা-
গোত্রীয় ও জাহেলী যুগের জিদ পোষণ করছিল, তখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর নাযিল

رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا

রসূলিহী অ'আলাল্ মু''মিনীনা অআল্‌যামাহুম্ কালিমাতাত্ তাক্ব্ওয়া-অকা-নূ ~ আহাক্ব্ক্ব বিহা-অআহ্‌লাহা-;
করলেন প্রশান্তি, এবং তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যের উপর সুদৃঢ় করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত;

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٧﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ৩ ع ৯ ১১ রুকু

অকা-না ল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীমা-। ২৭। লাক্বদ্ ছোয়াদাক্বল্লা-হু রসূলাহুর্ রু''ইয়া-বিল্‌হাক্ব্ক্বি
আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুকে ভালভাবে জানেন। (২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করলেন,

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَ

লাতাদ্ খুলুন্নাল্ মাস্‌জ্বিদাল্ হার-মা ইন্ শা — য়াল্লা-হু আ-মিনীনা মুহাল্লিক্বীনা রুয়ূসাকুম্ অ
ইনশাআল্লাহ,[১] তোমরা মসজিদে হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, যখন তোমাদের মাঝে কেউ কেউ মাথা মুড়াতে থাকবে, কেউ কেউ

مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا

মুক্বছ্‌ছিরীনা লা-তাখ-ফূন্; ফা'আলিমা মা-লাম্ তা'লামূ ফাজ্বা'আলা মিন্ দূনি যা-লিকা ফাত্‌হান্
চুল কাটতে থাকবে, তোমাদের কোন ভয় নেই। তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়া তিনি তোমাদেরকে এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বে সদ্য

قَرِيبًا ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

ক্বরীবা-। ২৮। হুওয়াল্ লাযী ~ আর্‌সালা রসূলাহূ বিল্‌হুদা-অদীনিল্ হা-ক্ব্ক্বি লিইয়ুজ্‌হিরহূ 'আলাদ্দীনি
বিজয় দিলেন[২]। (২৮) তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীনসহ প্রেরণ করলেন, যেন সকল দ্বীনের

كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٩﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى

কুল্লিহ্; অকাফা-বিল্লা-হি শাহীদা-। ২৯। মুহাম্মাদুর্ রাসূলু ল্লা-হ্; অল্লাযীনা মা'আহূ ~ আশিদ্দা — য়ু 'আলাল্
ওপর তাকে বিজয়ী করেন, আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী। (২৯) মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; আর তাঁর সাথীরা কাফেরদের প্রতি

الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ

কুফ্‌ফা-রি রুহামা — য়ু বাইনাহুম্ তার-হুম্ রুক্কা'আন্ সুজ্জাদাঁই ইয়াব্‌তাগূনা ফাদ্বলাম্ মিনা ল্লা-হি
কঠিন এবং তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে কখনও রুকূ অবস্থায় এবং কখনও তাদেরকে সেজদারত

আয়াত-২৭ঃ টীকাঃ (১) এ ইনশাআল্লাহ বলা বান্দাহদের শিক্ষার জন্য, সন্দেহের জন্য নয়। (জাঃ বয়াঃ) ২। আল্লাহর নিকটে এ সন্ধির মধ্যে বহু উপযোগিতা ছিল। কেননা, বাহ্যতঃ শর্তগুলো মুসলমানদের নিকট বড় কষ্টকর ছিল। কিন্তু পরিণাম মুসলমানদের পক্ষে ছিল। যেমন সন্ধির এ শর্ত মুশরিক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দিলে সন্ধি সময়ের মধ্যে তাকে মুশরিকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। এ শর্তানুযায়ী আবূ জনদল ও আবূ বসীরকে মুশরিকদের প্রতি সোপর্দ করাতে মুসলমানরা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। কিন্তু যখন তারা তাদের সাথে আরও কিছু লোক একত্র করে মক্কা ও সিরিয়ার পথে এক জঙ্গলে আড্ডা জমায়ে কোরাইশদের সিরিয়াতে যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলাকে লুণ্ঠন করতে লাগল, তখন কোরাইশরা এ শর্তকে কষ্টকর মনে করে মুসলমানদেরকে অনুরোধ করে এটি বাতিল করল। (ইবঃ কাঃ)

مو آناكا-২৮

وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي

অ রিদ্বওয়া-নান্ সীমা-হুম্ ফী উজূ্‌হিহিম্ মিন্ আছারিস্ সুজু্‌দ্ যা-লিকা মাছালুহুম্ ফিত্

অবস্থায় দেখবে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে। তাদের চেহারায় সেজদার দ্বীপ্তিমান চিহ্ন রয়েছে। তাদের এ

التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ

তাওর-তি অমাছালুহুম্ ফিল্ ইন্‌জীল্; কাযার্‌ই'ন্ আখ্‌রজ্বা শাত্‌ব্‌য়াহূ ফা'আ-যারাহূ

গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীলে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত যেমন একটি শস্যবীজ অঙ্কুর উদ্‌গত করে, অতঃপর

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ

ফাস্‌তাগ্‌লাজোয়া ফাস্‌তাওয়া-'আলা সূক্বিহী ইয়ু'জ্বি্‌য্ যুর্‌রা-'আ লিইয়াগীজোয়া বিহিমুল্ কুফ্‌ফা-র;

তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং স্বীয় কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীকে আনন্দ প্রদান করে। যেন কাফেরের মনঃপীড়া

৪ ع ৩ ১২ রুকূ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

অ'আদাল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি মিন্‌হুম্ মাগ্‌ফিরাতাঁও অআজ্‌রান্ 'আজীমা-।

দিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ও পুণ্যবান, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ওয়াদা প্রদান করলেন।

সূরা হুজুরা-ত্
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৮
রুকূ ঃ ২

① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তুক্বাদ্দিমূ বাইনা ইয়াদাইয়িল্লা-হি অরাসূলিহী অত্তাকু্‌ল্লা-হ্;

(১) হে লোকেরা তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না, আল্লাহকে ভয় করতে থাক,

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

ইন্না ল্লা -হা সামী'উন্ 'আলীম্। ২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-তারফা'উ ~ আছওয়া তাকুম্ ফাওক্বা ছোয়াওতিন্

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সব বিষয়ে সম্যক অবগত। (২) হে ঈমানদাররা! তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর উঁচু

النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

নাবিয়্যি অলা- তাজ্‌হারূ লাহূ বিল্‌ক্বওলি কাজ্বাহ্‌রি বা'দ্বিকুম্ লিবা'দ্বিন্ আন্ তাহ্‌বাত্বোয়া আ'মা-লুকুম্

করো না, তোমরা একে অপরের ন্যায় তাঁর সঙ্গে উচ্চৈঃ স্বরে কথা বলো না; এতে তোমাদের কর্ম তোমাদের অজান্তেই নিষ্ফল

শানেনুযুলঃ আয়াত–১ ঃ বনী তামীম গোত্রের কিছু লোক হযরত মুহাম্মদ (ছঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মজলিসে গোত্র প্রধান নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রস্তাব করলেন, হে প্রিয়নবী! ক্বাক্বাআ ইবনে মা'বাদকে গোত্র প্রধান মনোনীত করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, আক্‌রাআ ইবনে হারেছকে নেতা সাব্যস্ত করুন। ফলে তাঁদের উভয়ের বাদানুবাদ হতে লাগল এবং রাসূল (ছঃ)-এর সম্মুখে তাঁদের কণ্ঠস্বর উচ্চতর হল। এপ্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।
অন্য এক বর্ণনায় আছে, বহুলোক ২৯শে শাবান রোযা রেখেছিল এবং তারা একেই উত্তম মনে করল। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ ছিল কেবল রমযান শরীফেরই রোষা রাখা। তাই ২৯শে শাবানের রোযা রাখা বারণ করার জন্যই আয়াতটি নাযীল হয়।

وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝٣ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

অআন্তুম লা-তাশ্'উরূন্। ৩। ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াগুদ্দ্বূনা আছওয়া তাহুম্ 'ইন্দা রসূলি ল্লা-হি উলা — য়িকাল্

হয়ে যাবে। (৩) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে

الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٤ إِنَّ

লাযীনাম্ তাহানা ল্লা-হু ক্বুলূ বাহুম্ লিত্তাক্ব্ওয়া-; লাহুম্ মাগ্ফিরাতুঁও অআজ্বুরুন্ 'আজীম্। ৪। ইন্নাল্

তাক্ওয়ার জন্য বিশুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে বিরাট ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (৪) নিশ্চয়ই যারা কক্ষের

الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝٥ وَلَوْ أَنَّهُمْ

লাযীনা ইয়ুনা-দূনাকা মিওঁ অরা — য়িল্ হুজ্বুর-তি আক্ছারুহুম্ লা-ইয়া'ক্বিলূন্। ৫। অলাও আন্নাহুম্

বাইর হতে আপনাকে চিৎকার করে আহ্বান কর, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (৫) যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তাদের নিকট

صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٦ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ছোয়াবরূ হাত্তা- তাখ্রুজ্বা ইলাইহিম্ লাকা-না খইরল্ লাহুম্; অল্লা-হু গফূরুর্ রহীম্। ৬। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা

আপনার বের হয়ে আসা পর্যন্ত, তবে তা কতই না উত্তম হত। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) হে ঈমানদাররা! যখন

آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا

আ-মানূ ~ ইন্ জা — য়া কুম্ ফা-সিক্বুম্ বিনাবায়িন্ ফাতাবাইয়্যানূ ~ আন্ তুছীবূ ক্বওমাম্ বিজ্বাহা-লাতিন্ ফাতুছ্বিহূ

কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন খবর আনে, তখন পরীক্ষা করো, যেন তোমাদের অজান্তে কোন কওমের ক্ষতি না কর। আর স্বীয়

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝٧ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ

'আলা-মা-ফা'আল্তুম্ না- দিমীন্। ৭। ওয়া'লামূ ~ আন্না ফী কুম্ রাসূলা ল্লা-হ্; লাও ইয়ুত্বীউ'কুম্ ফী কাছীরিম্

কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে না হয়। (৭) আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান; তিনি যদি বহু বিষয়ে তোমাদের

مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ

মিনাল্ আম্রি লা'আনিত্তুম্ অলা-কিন্নাল্লা-হা হাব্বাবা ইলাইকুমুল্ ঈমা-না অযাইয়্যানাহূ ফী ক্বুলূ বিকুম্

মতে চলেন, তবে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে তোমাদের প্রিয় ও মনোমুগ্ধকর করেছেন; আর তিনি

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ۝٨ فَضْلًا

অ কার্রাহা ইলাইকুমুল্ কুফ্রা অল্ফুসূক্ব অল্ ই'ছ্ইয়া-ন্; উলা — য়িকা হুমুর্ র-শিদূন্। ৮। ফাদ্বলাম্

তোমাদের অন্তরে ঘৃণা জন্মিয়ে দিয়েছেন কুফরী, পাপ ও অবাধ্যতার প্রতি। আর এরূপ লোকেরাই সত্যের পথিক।(৮) এটা

আয়াত–৩ ঃ পূর্ববর্তী আয়াত নাযীল হওয়াতে হযরত ছাবিত (রাঃ) পথে বসে কাঁদতে লাগলেন। হযরত আ'ছেম ইবনে আদি (রাঃ) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, "আমার কণ্ঠস্বর জন্মগতভাবে সুউচ্চ, ফলে রাসূল (ছঃ)- এর সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে।" হযরত আ'ছেম (রাঃ) তার কথা শুনে সংবাদটি হুযূর (ছঃ)-এর নিকট পৌঁছালেন। তখন রাসূল (ছঃ) হযরত ছাবিতকে ডেকে আনালেন এবং বললেন, ছাবিত! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি এমনভাবে জীবনযাপন কর যাতে তুমি প্রশংসার যোগ্য হও।

مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعۡمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ ۝٩ وَ اِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اقۡتَتَلُوۡا

মিনা ল্লা-হি অনি'মাহ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হাকীম্ । ৯ । অইন্ ত্বোয়া — য়িফাতা-নি মিনাল্ মু'মিনীনাক্ব্ তাতালূ

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯) আর যদি মু'মিনদের দু'দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা

فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَی الۡاُخۡرٰی فَقَاتِلُوا الَّتِیۡ تَبۡغِیۡ

ফাআছ্লিহূ বাইনাহুমা- ফাইম্ বাগত্ ইহ্দা-হুমা-'আলাল্ উখ্রা-ফাক্ব-তিলু ল্লাতী তাব্গী

তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে, অতঃপর যদি একদল অন্য দলকে আক্রমণ করে তবে, তোমরা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে

حَتّٰی تَفِیۡٓءَ اِلٰۤی اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَ

হাত্তা-তাফী — য়া ইলা ~ আম্রিল্লা-হি ফাইন্ ফা — য়াত্ ফাআছ্লিহূ বাইনাহুমা-বিল্'আদ্লি অ

যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তবে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে তাদের

اَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ ۝١٠ اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ فَاَصۡلِحُوۡا

আক্ব্সিত্বূ; ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুক্ব্সিত্বীন্ । ১০ । ইন্নামাল্ মু''মিনূনা ইখ্ওয়াতুন্ ফাআছ্লিহূ

ফয়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকদেরকে ভালবাসেন। (১০) মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা

১ ع ১০ ১৩ রুকু ● এক চতুর্থাংশ

بَیۡنَ اَخَوَیۡکُمۡ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ ۝١١ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا یَسۡخَرۡ

বাইনা আখাওয়াইকুম্ অত্তাক্বু ল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুর্হামূন্ । ১১ । ইয়া ~ আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ লা-ইয়াস্খার্

তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ কর। (১১) হে মু'মিনরা! কোন

قَوۡمٌ مِّنۡ قَوۡمٍ عَسٰۤی اَنۡ یَّکُوۡنُوۡا خَیۡرًا مِّنۡهُمۡ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنۡ نِّسَآءٍ عَسٰۤی اَنۡ

ক্বওমুম্ মিন্ ক্বওমিন্ 'আসা ~ আইঁ ইয়াকূনূ খইরাম্ মিন্হুম্ অলা-নিসা — য়ুম্ মিন্ নিসা — য়িন্ 'আসা ~ আইঁ

পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে, হতে পারে তারা তাদের চাইতে উত্তম, কোন নারী অন্য নারীকে যেন উপহাস

یَّکُنَّ خَیۡرًا مِّنۡهُنَّ ۚ وَ لَا تَلۡمِزُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ وَ لَا تَنَابَزُوۡا بِالۡاَلۡقَابِ ؕ بِئۡسَ

ইয়াকুন্না খইরাম্ মিন্হুন্না অলা-তাল্ মিযূ ~ আন্ফুসাকুম্ অলা-তানা-বাযূ বিল্আল্ক্ব-ব্; বি'সাল্

না করে, কেননা, তারা তাদের চাইতে উত্তম হতে পারে। একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করো না, মন্দ নামে ডেকো না।

الِاسۡمُ الۡفُسُوۡقُ بَعۡدَ الۡاِیۡمَانِ ۚ وَ مَنۡ لَّمۡ یَتُبۡ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوۡنَ *

ইস্মুল্ ফুসূক্ব্ বা'দাল্ ঈমা-নি অমাল্লাম্ ইয়াতুব্ ফায়ুলা — য়িকা হুমুজ্ জোয়া-লিমূন্।

ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা অত্যন্ত খারাপ। আর যারা এরূপ কার্যাবলী হতে নিবৃত্ত থাকে না তারাই প্রকৃত জালিম।

۝١٢ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُوۡا کَثِیۡرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّ لَا

১২। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানুজ্ তানিবূ কাছীরম্ মিনাজ্ জোয়ান্নি ইন্না বা'দ্বোয়াজ্ জোয়ান্নি ইছ্মুঁও অলা-

(১২) হে মু'মিনরা! বহু ধারণা হতে দূরে থাক; কেননা, কিছু কিছু ধারণা পাপজনক হয়ে থাকে। আর তোমরা কারো গোপন

تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

তাজ্বাস্ সাসূ অলা-ইয়াগ্তাব্ বা'দ্কুম্ বাদ্বোয়া-; আইয়ুহিব্বু আহাদুকুম্ আঁই ইয়া''কুলা লাহ্মা আখীহি মাইতান্
খোঁজ করো না, একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পছন্দ কর? তোমরা

فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم

ফাকারিহ্তুমূহ্; অত্তাক্বুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা তাওয়্যা-বুর্ রহীম্। ১৩। ইয়া ~ আইয়ুহান্না-সু ইন্না- খলাক্বনা-কুম্
অপছন্দই করবে। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু। (১৩) হে মানুষ! তোমাদেরকে নর ও নারী হতে

مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ

মিন্ যাকারিও অউন্ছা-অজ্বা'আল্না-কুম্ শু'উবাঁও অক্বাবা — য়িলা লিতা'আ-রফূ; ইন্না আক্রমাকুম্ 'ইন্দা ল্লা-হি
সৃষ্টি করেছি, তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছি, যেন তোমরা পরিচয় পাও। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীই মর্যাদাবান,

أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٤﴾ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن

আত্ক্বা-কুম্; ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ খবীর্। ১৪। ক্বা-লাতিল্ আ'র-বু আ-মান্না-; ক্বুল্ লাম্ তু''মিনূ অলা-কিন্
নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানে, সবকিছুর খবর রাখেন। (১৪) মরুবাসীরা বলল, 'ঈমান এনেছি; আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা

قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ক্বূলূ ~ আস্লাম্না-অলাম্মা- ইয়াদ্খুলিল্ ঈমা-নু ফী ক্বুলূবিকুম্ অইন্ তুত্বী'উল্লা-হা অ রসূলাহূ
'ঈমান আন নি, বরং বল আমরা, আত্মসমর্পণ করলাম।' ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি। আল্লাহ ও তাঁর

لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

লা-ইয়ালিত্কুম্ মিন্ আ'মা- লিকুম্ শাইয়া-; ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্। ১৫। ইন্নামাল্ মু'মিনূনাল্ লাযীনা
রাসূলের আনুগত্য কর্মফল সামান্যও লাঘব হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৫) তারাই মুমিন

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي

আ-মানূ বিল্লা-হি অরসূলিহী ছুম্মা লাম্ ইয়ার্তা-বূ অজ্বা-হাদূ বিআম্ওয়া-লিহিম্ অআন্ফুসিহিম্ ফী
যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে নিঃসন্দেহে রইল, এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করল।

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٦﴾ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي

সাবীলিল্লা-হ্; উলা — য়িকা হুমুছ্ ছোয়া-দিক্বূন্। ১৬। ক্বুল্ আতু'আল্লিমূনাল্লা-হা বিদীনিকুম্; অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-ফিস্
তারাই সত্যবাদী লোক। (১৬) আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে দ্বীন শিখাচ্ছ? অথচ আল্লাহ জানেন আকাশ ও পৃথিবীর

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ

সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আর্দ্ব; অল্লা-হু বিকুল্লি শাইয়িন্ 'আলীম্। ১৭। ইয়ামুন্নূনা 'আলাইকা আন্
সবকিছু। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত। (১৭) তারা নিজেদের মুসলিম হওয়াকে আপনাকে ধন্য করেছে বলে মনে করে;

أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن

আস্লামূ; কুল্ লা-তামুন্নূ ‘আলাইয়্যা ইস্‌লা-মাকুম্ বালিল্লা-হু ইয়ামুন্নু ‘আলাইকুম্ আন্ হাদা-কুম্ লিল্‌ঈমা-নি ইন্
আপনি বলে দিন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করা আমার প্রতি দয়া নয়। বরং আল্লাহ ঈমানের পথ দিয়ে তোমাদেরকে ধন্য

রুকু ২ ع ৮ ১৪ রুকু

كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

কুন্‌তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৮। ইন্নাল্লা-হা ইয়া’লামু গইবাস্ সামা-ওয়া-তি অল্‌আর্‌দ্বি; অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-তা’মালূন্।
করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।(১৮) আল্লাহ আসমান-যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্যক অবগত। আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখেন।

সূরা ক্বা-ফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৫
রুকূ ঃ ৩

মঞ্জিল ৭

﴿١﴾ ق ۚ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴿٢﴾ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ

১। ক্বা — ফ্; অল্‌ক্বুর্‌আ-নিল্ মাজ্বীদ্।২। বাল্ ‘আজ্বিবূ ~ আন্ জ্বা — য়াহুম্ মুন্‌যিরুম্ মিন্‌হুম্
(১) ক্বাফ, সম্মানিত কুরআনের শপথ। (২) বরং কাফেররা তাদের একজন সতর্ককারী দেখে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল,

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٣﴾ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۞

ফাক্ব-লাল্ কা-ফিরূনা হা-যা- শাইয়ুন্ ‘আজ্বীব।৩। আইযা-মিত্‌না-অকুন্না-তুর-বান্ যা-লিকা রাজ্‌উম্ বা’ঈদ্।
এটা তো বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। (৩) মরে মাটি হলেও কি আমরা পুনরায় জীবিত হব? এ পুনরুত্থান সুদূর পরাহত।

﴿٤﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴿٥﴾ بَلْ كَذَّبُوا

৪। ক্বদ্ ‘আলিম্‌না-মা-তান্‌ক্বুছুল্ আর্‌দ্বু মিন্‌হুম্ অ’ইন্‌দানা-কিতা-বুন্ হাফীজ্। ৫। বাল্ কায্‌যাবূ
(৪) মাটি তার কতটুকু ক্ষয় করে তা আমি জানি, এবং আমার কাছে আছে রক্ষিত কিতাব। (৫) বরং সত্য আসার পর

بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿٦﴾ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ

বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি লাম্মা- জ্বা — য়াহুম্ ফাহুম্ ফী ~ আম্‌রীম্ মারীজ্। ৬। আফালাম্ ইয়ান্‌জুরূ ~ ইলাস্ সামা — য়ি ফাওক্বহুম্
তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। (৬) তারা কি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কিভাবে

كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿٧﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا

কাইফা বানাইনা-হা- অযাইয়্যান্না-হা- অমা- লাহা- মিন্ ফুরূজ্। ৭। অল্ আর্‌দ্বোয়া মাদাদ্‌না-হা- ওয়া আল্‌ক্বইনা-
তা সৃষ্টি করলাম, কিভাবে সুন্দর করলাম, আর তাতে কোন ছিদ্র নেই? (৭) আর আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করলাম, এবং

আয়াত-৩ ঃ বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, হাশর দিবসে এক বৃষ্টি বর্ষিবে, ফলে আদম (আঃ) হতে কিয়ামত পর্যন্ত যে পরিমাণ দেহের মাটি যমীনে আছে তা সব দেহে পরিণত হয়ে যাবে, যেমনিভাবে এখন বৃষ্টির দ্বারা সর্ব প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। তার পর উক্ত দেহে রূহ্ ফুঁকে দেয়া হবে। মানব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ একটি কিতাব তৈয়ার করেন, যাতে তার মাটি যেখানেই থাকুক না কেন লিখা আছে। সে লিখানুযায়ী প্রত্যেকের মাটি একত্রিত করা হবে। (ইবঃ কাঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন। (সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও হাল্‌কা মনে হত। (কুরতুবী)

فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ

ফীহা-রাওয়া-সিয়া অআম্বাত্না-ফীহা-মিন্ কুল্লি যাওজ্বিম্ বাহীজ্ব্। ৮। তাব্ছিরতাঁও যিক্র-লিকুল্লি.
তাতে পর্বতমালা স্থাপন করলাম, চোখ জুড়ানো প্রত্যেকটি উদ্ভিদ উঠালাম। (৮) আল্লাহর অনুরাগী সকল বান্দাহর জন্য

عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ

'আব্দিম্ মুনীব্। ৯। অনায্যাল্না- মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়াম্ মুবা-রকান্ ফাআম্বাত্না-বিহী জ্বান্না-তিঁও অহাব্বাল্
জ্ঞান ও উপদেশরূপে। (৯) আর আমি আকাশ হতে কল্যাণময়ী বৃষ্টি বর্ষণ করি, তা দিয়ে উদ্যান এবং পাকা শস্য উৎপাদন

الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴿١٠﴾ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِ

হাছীদ্। ১০। অন্নাখ্লা বা-সিক্বা-তিল্ লাহা-ত্বোয়াল্'উন্নাদ্বীদ্। ১১। রিয্ক্বল্ লিল্'ইবা-দি অআহ্ইয়াইনা-বিহী
করি। (১০) আর উন্নত জাতের খেজুর বৃক্ষ, যার গুচ্ছ স্তরে স্তরে সাজানো। (১১) বান্দাহর রিযিকরূপে, তা দিয়ে মৃত

بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ

বাল্দাতাম্ মাইতা-; কাযা-লিকাল্ খুরূজ্। ১২। কায্যাবাত্ ক্বব্লাহুম্ ক্বওমু নূহিঁও অআছ্হা-বুর্ রস্সি
ভূমিকে জীবিত করেছি, এভাবেই পুনরুত্থান করা হবে, (১২) এদের পূর্বে নুহের সম্প্রদায়, রাছ্ছি ও ছামূদের সম্প্রদায়ও

وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ

অছামূদ্। ১৩। অ'আদুঁও অফির্'আউনু অইখ্ওয়া-নু লূত্ব্। ১৪। অআছ্হা-বুল্ আইকাতি অ ক্বওমু তুব্বা';
অস্বীকার করেছে, (১৩) এবং আদ, ফেরাউন ও লূত সম্প্রদায়ও, (১৪) আর আইকাবাসীরা ও তুব্বা সম্প্রদায়, তাদের

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي

কুল্লুন্ কায্যাবার্ রুসুলা ফাহাক্ব্ক্বা অ'ঈদ্। ১৫। আফা'আয়ীনা বিল্ খল্ক্বিল্ আওয়্যাল্; বাল্হুম্ ফী
প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আমার শাস্তি এসেছে। (১৫) আমি কি প্রথম সৃষ্টিতেই ক্লান্ত

لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ ع ١٥ ١٥ রুকু

লাব্সিম্ মিন্ খল্ক্বিন্ জ্বাদীদ্। ১৬। অ লাক্বদ্ খলাক্ব্নাল্ ইন্সা-না অনা'লামু মা-তুওয়াস্ ওয়িসু বিহী
হয়ে পড়লাম যে, নতুনভাবে সৃষ্টিতে তারা সন্দেহ করবে? (১৬) আর আমি মানুষ সৃষ্টি করলাম, আমি জানি, তার প্রবৃত্তি

نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ *

নাফ্সুহূ অনাহ্নু আক্ব্রাবু ইলাইহি মিন্ হাব্লিল্ অরীদ্। ১৭। ইয্ ইয়াতালাক্ব্ক্বল্ মুতালাক্ব্ক্বিয়া-নি 'আনিল্
তাকে কুমন্ত্রণা করে। আমি তার ঘাড়ের রগ হতেও অধিকতর নিকটতর। (১৭) যখন গ্রহণকারী দু' ফেরেশতা তার ডানে

الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

ইয়ামীনি অ'আনিশ্ শিমা-লি ক্বা'ঈদ্।১৮। মা-ইয়াল্ফিজু মিন্ ক্বওলিন্ ইল্লা-লাদাইহি রাক্বীবুন্ 'আতীদ্।
ও বামে বসে তার কর্ম গ্রহণ করে। (১৮) সে যা কিছু উচ্চারণ করে তার নিকটতম অপেক্ষমান প্রহরী তা সংরক্ষণ করে।

﴿١٩﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿٢٠﴾ وَنُفِخَ فِي

১৯। অজ্বা — য়াত্ সাক্‌রতুল্ মাওতি বিল্‌হাক্ব্ ; যা-লিকা মা-কুন্‌তা মিন্‌হু তাহীদ্। ২০। অনুফিখা ফিছ্

(১৯) আর মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চতই আসবে, এ থেকেই তুমি অব্যাহতি চাইতে। (২০) আর দ্বিতীয়বার যখন শিঙ্গায় ফুঁৎকার

الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢١﴾ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ *

ছূর; যা-লিকা ইয়াওমুল্ অঈ'দ্। ২১। অজ্বা — য়াত্ কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা'আহা-সা — য়িকুঁও অশাহীদ্।

দেয়া হবে, তা-ই হবে শাস্তির ওয়াদাকৃত দিবস। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি সেদিন একজন চালক ও একজন সাক্ষী নিয়ে উপস্থিত হবে।

﴿٢٢﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

২২। লাক্বদ্ কুন্‌তা ফী গফ্‌লাতিম্ মিন্ হা-যা- ফাকাশাফ্‌না- 'আন্‌কা গিত্বোয়া — য়াকা ফাবাছোয়ারুকাল্ ইয়াওমা

(২২) তুমি তো এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার নিকট থেকে আমি আবরণ সরিয়ে দিয়েছি, তোমার দৃষ্টি এখন

حَدِيدٌ ﴿٢٣﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٤﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ

হাদীদ্। ২৩। অক্বা-লা ক্বরীনুহূ হা-যা-মা-লাদাইয়্যা আ'তীদ্। ২৪। আল্‌ক্বিয়া-ফী জ্বাহান্নামা কুল্লা কাফ্‌ফা-রিন্

অতিশয় তীক্ষ্ণ। (২৩) সঙ্গী ফেরেশতারা বলবে, আমার কাছে সবই তৈরি। (২৪) সকল কাফের-অকৃতজ্ঞকে জাহান্নামে

عَنِيدٍ ﴿٢٥﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ﴿٢٦﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ

'আনীদ্। ২৫। মান্না-ই'ল্ লিল্‌খইরি মু'তাদিম্ মুরীবিন্। ২৬। আল্লাযী জ্বা'আলা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্ আ-খর

নিক্ষেপ কর। (২৫) কল্যাণ কাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘণ ও সন্দেহকারীকেও; (২৬) যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ্

فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٧﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِنْ كَانَ

ফাআল্‌ক্বিয়া-হু ফিল্ 'আযা-বিশ্ শাদীদ্। ২৭। ক্ব-লা ক্বরীনুহূ রব্বানা-মা ~ আত্ব্‌গাইতুহূ অলা-কিন্ কা-না

স্থির করেছিল তাকে তোমরা কঠোর আযাবে নিক্ষেপ কর। (২৭) শয়তান বলবে, রব! তাকে আমি প্ররোচিত করি নি,

فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ *

ফী দ্বোয়ালা-লিম্ বা'ঈদ্। ২৮। ক্ব-লা লা-তাখ্‌তাছিমূ লাদাইয়্যা অক্বদ্ ক্বদ্দাম্‌তু ইলাইকুম্ বিল্ অ'ঈদ্।

সে-ই ছিল বিভ্রান্ত। (২৮) বলবেন, আমার সামনে তোমরা বিতর্ক করো না, আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে সতর্ক করেছি।

২ ع ১৪ ১৬ রুকু

﴿٢٩﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٣٠﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ

২৯। মা-ইয়ুবাদ্দালুল্ ক্বওলু লাদাইয়্যা অমা ~ আনা বিজোয়াল্লা-মিল্ লিল্'আবীদ্। ৩০। ইয়াওমা নাক্বূলু লিজ্বাহান্নামা হালিম্

(২৯) আমার কথার পরিবর্তন নেই, বান্দাহদের প্রতি জুলুম করি না। (৩০) সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাস করব,

امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣١﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ *

তালা''তি অ তাক্বূলু হাল্ মিম্ মাযীদ্। ৩১। অউয্‌লিফাতিল্ জ্বান্নাতু লিল্‌মুত্তাক্বীনা গইরা বা'ঈদ্।

তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ ? বলবে, আরও আছে কি? (৩১) আর মুত্তাকীদের জন্য বেহেশত নিকটে আনা হবে, দূরে নয়।

هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ

৩২। হা-যা-মা তূ'আদূনা লিকুল্লি আওয়্যা-বিন্ হাফীজ্। ৩৩। মান্ খাশিয়ার্ রহ্মা-না বিল্গইবি

(৩২) এটাই ওয়াদাকৃত প্রত্যেক আল্লাহমুখী ও যত্নবানদের জন্য। (৩৩) যারা না দেখে রহমানকে ভয় করে এবং নিবিষ্ট

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ

অজ্বা—য়া বিক্বল্বিম্ মুনীব। ৩৪। নিদ্খুলূহা- বিসালা- ম্; যা-লিকা ইয়াওমুল্ খুলূদ্। ৩৫। লাহুম্ মা-ইয়াশা — য়ূনা

অন্তরে উপস্থিত হয়। (৩৪) তাতে শান্তিতে প্রবেশ কর, এটা অনন্ত দিবস। (৩৫) যে যা চাইবে তা-ই সে পাবে, আমার

فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا

ফীহা- ওয়ালাদাইনা- মাযীদ্। ৩৬। অকাম্ আহ্লাক্না- ক্বব্লাহুম্ মিন্ ক্বার্নিন্ হুম্ আশাদ্দু মিন্হুম্ বাত্শান্

কাছে আরও অধিক রয়েছে। (৩৬) আর আমি পূর্বে কত যুগ ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা এদের চেয়েও প্রবল শক্তিধর ছিল,

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ

ফানাক্ব্ক্বূ ফিল্ বিলা-দ্; হাল্ মিম্ মাহীছ্। ৩৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাযিক্র-লিমান্ কা-না লাহূ ক্বল্বুন্

শহর ও বন্দর বিচরণ করে বেড়াত, কোন আশ্রয় স্থল পায় কি না?(৩৭) নিশ্চয়ই বোধসম্পন্ন যারা তাদের জন্য এতে উপদেশ

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي

আও আল্ক্বস্ সাম্'আ অহুওয়া শাহীদ্। ৩৮। অলাক্বদ্ খলাক্বনাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা-ফী

রয়েছে অর্থ বা অন্তর দিয়ে শ্রবণকারী তাদের জন্য। (৩৮) আর আমি তো সৃষ্টি করেছি আকাশ-পৃথিবী ও মধ্যবর্তী সব

سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

সিত্তাতি আইয়্যা-মিঁও অমা-মাস্ সানা-মিল্ লুগূব্। ৩৯। ফাছ্বির্ 'আলা-মা-ইয়াক্বূলূনা অসাব্বিহ্ বিহাম্দি রব্বিকা

কিছুকে ছয়দিনে। আর এতে আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) তাদের কথায় ধৈর্য অবলম্বন করুন এবং আপনার রবের

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

ক্বব্লা তুলূ'ইশ্ শাম্সি অক্বব্লাল্ গুরূব্। ৪০। অমিনাল্ লাইলি ফাসাব্বিহ্হু অআদ্বা-রাস্ সুজূদ্।

সপ্রশংসা মহিমা বর্ণনা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (৪০) রাতের অংশে তাঁর তাসবীহ পাঠ কর এবং নামাযের পরেও।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ

৪১। অস্তামি' ইয়াওমা ইয়ুনা-দিল্ মুনা-দি মিম্ মাকা-নিন্ ক্বরীব্। ৪২। ইয়াওমা ইয়াস্মা'ঊনাছ্ ছোয়াইহাতা

(৪১) শুন, যেদিন একজন ঘোষক নিকট থেকে ঘোষণা দেবে, (৪২) যেদিন মানুষ সেই বিকট শব্দ নিশ্চিত রূপে শুনবেই, সেদিন

بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾

বিল্হাক্ব্; যা-লিকা ইয়াওমুল্ খুরূজ্। ৪৩। ইন্না-নাহ্নু নুহ্য়ী অনুমীতু অইলাইনাল্ মাছীর।

কবর থেকে বহির্গমন দিবস। (৪৩) আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু দেই। সেদিন সকলে আমার কাছেই ফিরবে।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ

৪৪। ইয়াওমা তাশাক্কাক্কুল্ আর্দ্ধু 'আন্হুম্ সির-'আ-; যা-লিকা হাশ্রুন্ 'আলাইনা- ইয়াসীর্। ৪৫। নাহ্নু আ'লামু

(৪৪) যেদিন ভুবন ফাটবে, তারা ছোটাছুটি করবে, এ সমাবেশ আমার কাছে সহজ। (৪৫) তারা যা বলে তা আমি

ع ১৬ ১৭ রুকু

بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ

বিমা- ইয়াক্বূলূনা অমা ~ আন্তা 'আলাইহিম্ বিজ্ব্বা-রিন্ ফাযাক্কির্ বিল্ ক্বুর্আ-নি মাইঁ ইয়াখ-ফু অ'ঈদ্

সম্যক অবগত আছি, আপনি কটোরতাকারী নন; যে আমাকে ভয় করবে, কোরআন দিয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করুন।

সূরা যা-রিয়া-ত্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৬০ রুকূ ঃ ৩

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمٰتِ

১। অয্যা-রিয়া-তি যার্ওয়ান্। ২। ফাল্হা-মিলা-তি ওয়িক্বরন্। ৩। ফাল্জ্বা-রিয়া-তি ইয়ুস্রন্। ৪। ফাল্ মুক্বাস্সিমা-তি

(১) কসম ধূলি বায়ুর,(২) আর পানি বহণকারী মেঘমালার,(৩) এবং ধীর গতিতে চলমান নৌযানের,(৪) ও কর্ম বণ্টনকারীদের,

أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ

আম্রান্। ৫। ইন্নামা-তূআদূনা লাছোয়া-দিক্ব। ৬। অ ইন্নাদ্দীনা লাওয়া-ক্বিউ'ন্। ৭। অস্সামা — য়ি যা-তিল্

(৫) তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্য।(৬) আর প্রতিদানের জন্য বিচার অবশ্যই সংঘটিত হবে।(৭) আর কক্ষযুক্ত আকাশের

الْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

হুব্কি। ৮। ইন্নাকুম্ লাফী ক্বওলিম্ মুখ্তালিফিঁ। ৯। ইয়ু'ফাকু 'আন্হু মান্ উফিক্। ১০। ক্বুতিলাল্ খর্রা-ছূনা।

শপথ। (৮) তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। (৯) তা হতে সে-ই বিমুখ থাকে যে সত্য ভ্রষ্ট। (১০) ধ্বংস হোক মিথ্যাচারীরা।

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ

১১। অল্লাযীনা হুম্ ফী গম্রাতিন্ সা-হূনা। ১২। ইয়াস্য়ালূনা আইয়্যা-না ইয়াওমুদ্দীন্ । ১৩। ইয়াওমা হুম্

(১১) যারা মূর্খতার মধ্যে উদাসীন হয়ে রয়েছে।(১২) তারা প্রশ্ন করে প্রতিদান দিবস কবে সংঘটিত হবে?(১৩) বলুন, যেদিন

عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

'আলান্না-রি ইয়ুফ্তানূ ন্। ১৪। যূক্বূ ফিত্নাতাকুম্; হা-যাল্লাযী কুন্তুম্ বিহী তাস্তা'জ্বিলূন্।

তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। (১৪) আর বলা হবে তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ কর, যে ব্যাপারে তোমরা ত্বরা করছিলে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ

১৫। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জ্বান্না- তিঁও ওয়াউ'ইয়ূনিন্। ১৬। আ-খিযীনা মা ~ আ-তা-হুম্ রব্বুহুম্; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বব্লা

(১৫) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা ঝর্ণাযুক্ত জান্নাতে থাকবে। (১৬) তাদের রবের দান তারা সানন্দে ভোগ করবে, কেননা, তারা পূর্বে

ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٨﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ

যা-লিকা মুহ্সিনীন্। ১৭। কা-নূ ক্বলীলাম্ মিনাল্ লাইলি মা-ইয়াহ্জা'উন্। ১৮। অবিল্ আস্হা-রি হুম্
পুণ্যবান ছিল। (১৭) তারা রাতের বেলা খুব কম অংশই নিদ্রায় কাটাত।(১৮) আর রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর দরবারে

يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٠﴾ وَفِي الْأَرْضِ

ইয়াস্ তাগ্ফিরূন্। ১৯। অফী ~ আম্ওয়া-লিহিম্ হাক্ব্ক্বুল্ লিস্সা — য়িলি অল্ মাহ্রূম্। ২০। অফিল্ আর্দ্বি
ক্ষমা প্রার্থনা করত।(১৯) তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক আছে। (২০) নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে

آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢١﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٢﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا

আ-ইয়া-তু লিল্ মূ ক্বিনীন। ২১। অফী ~ আন্ফুসিকুম্ আফালা-তুব্সিরূন্। ২২। অ ফিস্ সামা — য়ি রিয্ক্বুকুম্ অমা-
অনেক নিদর্শন, (২১) আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও, তোমরা কি দেখ না? (২২) আর আকাশের মধ্যে তোমাদের রিযিক রয়েছে ও যা কিছু তোমাদের

تُوعَدُونَ ﴿٢٣﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ☆

তূ'আদূন্ ।২৩। ফা ওয়া রব্বিস্ সামা — য়ি অল্ আর্দ্বি ইন্নাহূ লাহাক্ব্ক্বুম্ মিছ্লা মা ~ আন্নাকুম্ তান্ত্বিক্বূন্।
প্রতিশ্রুত দেয়া হয়েছে। (২৩) কসম আসমান ও যমীনের রবের, এটা এমন সত্য যেমন তোমরা পরস্পর কথা বার্তা বলছ।

ع ১ ২৩ ১৮ রুকু

﴿٢٤﴾ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٥﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا

২৪। হাল্ আতা-কা হাদীছু দ্বোয়াইফি ইব্রা-হীমাল্ মুক্রমীন্। ২৫। ইয্ দাখালূ 'আলাইহি ফাক্বা-লূ
(২৪) এসেছে কি আপনার কাছে ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বর্ণনা?(২৫) তারা এসে বলল, সালাম, সে বলল, সালাম।

ওয়াকফে লাযেম

سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۚ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٦﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ☆

সালা-মা-; ক্বা-লা সালা-মুন্ ক্বওমুম্ মুন্কারূন্। ২৬। ফার-গা ইলা ~ আহ্লিহী ফাজ্বা — য়া বি'ইজ্লিন্ সামীনিন্।
তারা অপরিচিত ছিল। (২৬) তারপর সে (ইব্রাহীম) স্ত্রীর কাছে গেল এবং ভাজা তাজা রিষ্টপুষ্ট একটি গো-বাছুর নিয়ে আসল।

﴿٢٧﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٨﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ

২৭। ফাক্বার্রবাহূ ~ ইলাইহিম্ ক্বা-লা আলা-তা''কুলূন্। ২৮। ফাআওজাছা মিন্হুম্ খীফাহ্ ক্বা-লূ লা-তাখফ্;
(২৭) তাঁদের সামনে রাখল, তারা না খাওয়ায় বলল, খাও না কেন? (২৮) এতে তার ভয় হল; তারা বলল, ভয় পেয়ো না।

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ

অবাশ্শারূহু বিগুলা-মিন্ 'আলীম্। ২৯। ফাআক্ব্বালাতিম্ রায়াতুহূ ফী ছোয়ার্রতিন্ ফাছোয়াক্কাত্ অজ্হাহা-ওয়া ক্বা-লাত্
অতঃপর তারা তাকে জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিল। (২৯) তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল,

عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٣٠﴾ قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ☆

'আজ্বু যুন্ 'আক্বীম্। ৩০। ক্বা-লূ কাযা-লিকি ক্বা-লা রব্বুক্; ইন্নাহূ হুওয়াল্ হাকীমুল্ 'আলীম্।
আমি তো বৃদ্ধা এবং বন্ধা। (৩০) (ফেরেশতারা) বলল, এ ভাবেই তোমার রব বলেছেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ।